ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলন্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

[illegible] ভাগ। ১৭৩ সংখ্যা | ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৮০০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০ মফস্বল ৩।০

প্রার্থনা।

—০—

হে অনন্ত লীলাপরায়ণ পরম দেব, যে তোমার লীলায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে সেই সুখী, সেই কৃতার্থ। জড় জগতে ভূকম্প ঝটিকা মহামারী প্রভৃতি কত উৎপাত; কিন্তু বিজ্ঞান চক্ষুতে যাহারা তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন কল্যাণ দেখিয়া অবাক্ ও নিঃস্তব্ধ হয়। ধর্ম্মরাজ্যে যে সকল ঝটিকা আন্দোলন পরীক্ষা বিপদ উপস্থিত হয়, বিশ্বাস চক্ষুতে তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার ভক্ত হাসেন এবং আনন্দে নৃত্য করেন। চতুর্দ্দিকে লোকে হা হতোঽস্মি করিতেছে তাঁহার সে নৃত্য কিছুতেই থামে না। ভক্তেরা এরূপ কেন করেন, এরূপ করিবার যে বিষয় আছে, তুমি তাহা এবার বুঝাইতে তো ত্রুটি করিলে না। কৈ চারি দিক্ না বিপদ পরীক্ষার ঘন অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সত্য সূর্য্যের প্রভা, প্রেমচন্দ্রালোকের সুশীতল ছটা এক দিনের তরেওতো আচ্ছন্ন হয় নাই। সে অন্ধকার সে মেঘ এখন কোথায়? কে আমাদের অবিশ্বাস সংশয় নিমেষের মধ্যে সূর্য্য-প্রকাশে কুজ্ঝটিকার ন্যায় শূন্যে বিলীন করিয়া ফেলিল? তুমি হে নাথ! লীলাপরায়ণ, তুমি এ সকল বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিলে। বল প্রভো! এ সকল দেখিয়াও কি তোমার সন্তান ভীত সন্দিগ্ধ এবং সঙ্কুচিত থাকিবে? তোমার লীলার স্রোতে যাহারা ভাসিতেছে তাহাদিগের পরাক্রম সিংহের পরাক্রম, দুর্জ্জয় তাহাদিগের উৎসাহ এবং প্রশান্ত ভাব। বল হে বিচিত্র পুরুষ! তোমার সন্তান হইয়া কি আমরা তোমার ভক্তগণের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হইব না? এস নাথ, ভাল করিয়া এ বৎসর আমাদিগের প্রাণকে অধিকার কর। আমরা যেন কেবলই তোমার বিচিত্র লীলার স্থান হই; নির্ভীক অসঙ্কুচিত মনে যেন তোমার লীলা-দর্শনে রত থাকি, যদি পরীক্ষানলে চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ হয়, যদি নিন্দা অপমান তিরস্কারের প্রবল বাত্যায় চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হয়, যদি বিপদ বিঘ্ন প্রতিবন্ধকের ঘন মেঘে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হয়, হে নাথ! তুমি এ এক অদ্ভুত লীলা উপস্থিত করিয়াছ, ইহাতে কেবল ধর্ম্মরাজ্যের বায়ু বিশুদ্ধ হইবে, প্রাণরাজ্য অপূর্ব্ব ফল ফুল শস্যে পরিশোভিত হইবে, ইহা দিব্য জ্ঞানে বুঝিতে পারিয়া যেন আহ্লাদে অবিচ্ছিন্ন নৃত্য করিতে পারি।

———

ঊনপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক উৎসব।

এক বর্ষকাল দুঃখকর ঘোর পরীক্ষার পর আমাদিগের সাংবৎসরিক উৎসব সমুদায় পরিতপ্তকে আপনার শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। প্রবল গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘন মেঘের সঞ্চার হয় এবং উহার দৃশ্যই সকলের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। উৎসবপ্রারম্ভের কতিপয় দিন পূর্ব্বে প্রার্থনা উপাসনায় যে ঘন মেঘের সঞ্চার হয়; উহা উৎসবের দিনে প্রচুর পরিমাণে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া সকলের তাপিত আত্মাকে চির সুশীতল করিয়াছে। যিনি এবারকার উৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি কি আর কখন ঈশ্বরের অনুপম অলৌকিক করুণায় নিরাশ হইতে পারেন? উৎসবানন্দ[illegible]তা পর[illegible]রের সম্মুখে কৈ নিরাশার ঘন অন্ধকারতো ক্ষণকালের জন্যও তিষ্ঠিতে পারিল না? তিনি আপনি গম্ভীর স্বরে নিরাশকে আশা দিলেন, নিরুৎসাহীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন, অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস খণ্ডন করিলেন, সন্তপ্তহৃদয়ে অমৃতবারি বর্ষণ করিলেন। আমাদিগের সংশয় সন্দেহ ভয় ও অল্পবিশ্বাস নিমেষের মধ্যে আকাশে বিলীন হইল। জীবন্ত ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন ঘটনাকে আপনার মঙ্গলকর অভিপ্রায়ে পরিণত না করিয়া নিরস্ত হয়েন না। এবারকার সমুদায় পরীক্ষা ও বিপদ আশা উৎসাহ এবং শান্তিতে পরিণত হইল। আমরা কিরূপ কথায় করুণাময় পরমপুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার অনুপম করুণা দেখিয়া আমাদিগকে একান্ত অবাক্ এবং নিস্তব্ধ হইতে হইয়াছে। আর কি বলিব? সহস্র পরীক্ষা বিপদ দেখিয়াও যেন আমাদিগের মন আর কখন অবসন্ন না হয়। যে পরিমাণে পরীক্ষা বিপদ সেই পরিমাণে শান্তি বারিবর্ষণ, উৎসাহ নন্দবর্দ্ধন ইহাতে যেন আমাদিগের চির[illegible] জন্য স্থিরতর বিশ্বাস অবস্থান করে।

৭ মাঘ রবিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে [illegible]গুলী সমবেত হইলে প্রথমতঃ সঙ্গীত ও [illegible] হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় আরাধনা এবং জগতের জন্য প্রার্থনা সমাপন করিলে শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন।

দাসত্বেই সুখ, প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া কে কোথায় সুখী হইয়াছে? দাসত্বেই মনুষ্যের যথার্থ গৌরব। [illegible]ত্বেই সম্মান, প্রভুত্বে তিরস্কার ও অপমান। ঈশ্বরের গৃহে যিনি দাস হইয়াছেন, তিনি পৃথিবীর প্রভু হইতে অভিলাষ করেন না। তাঁহারা পৃথিবীর গতি প্রাপ্ত হন যাঁহারা ঈশ্বরের দাস না হয়েন। ব্রহ্ম দাসের কামনা কি? ব্রহ্মের দাসত্ব করা ভিন্ন, ব্রহ্মের আদেশ পালন ভিন্ন ব্রহ্ম সেবকের অন্য কামনা নাই। ব্রহ্মের ইচ্ছা ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না। দাসের শাস্ত্র এই—দাস জানেন, আমি কিছু জানি না, প্রভু যাহা বলেন তাহাই করি; প্রভুর মুখের কথাই দাসের বেদ, দাসের পরম শাস্ত্র। দাসের সম্পদ কি? বৈরাগ্য? দাসের যথার্থ ধন কি? দরিদ্রতা। দাসের আলোক কি? প্রভুর প্রসন্ন মুখ। সংসারে কত প্রকার বুদ্ধির আলোক, সেই আলোক দেখিয়া সংসারী লোকেরা চলে, ব্রহ্মদাস সেই সকল আলোকের মধ্যে অন্ধকার দেখেন। তিনি তাঁহার বিশ্বাসের আলোকের মধ্য দিয়া স্বর্গের চমৎকার ব্যাপার সকল দেখিতে পান। এই জন্য ব্রহ্মদাসের এত গৌরব। ব্রহ্মদাস হইতে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি সর্ব্বোচ্চ পদ পাইয়াছেন। তিনি ঈশ্বরের গৌরবে গৌরবান্বিত। পৃথিবীর অপমান তাঁহার সম্মান। সংসারের দুঃখ তাঁহার সুখ, শোক তাঁহার শান্তি। প্রভুর আদেশ রক্ষা করিতে গিয়া তিনি সহাস্য মুখে পৃথিবীর নির্য্যাতন সহ্য করেন। ব্রহ্মদাস আপনার মস্তকের উপরে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ কষ্টের ভার লইয়া তাঁহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হন। এই জন্যই দাসের এত আদর, দাসত্বেই মুক্তি, প্রভুত্বে বন্ধন। এই দাসত্বেই স্বাধীনতা, প্রভুত্বে নীচতা। যিনি ব্রহ্মের অনুগত ভৃত্য তিনিই জীবন্মুক্ত, তিনিই প্রকৃতরূপে স্বাধীন। দাস এক দিকে নির্য্যাতনের অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ ও পরীক্ষিত হয়েন, অপর দিকে সেই দীন নাথের শান্তি বারিতে তাঁহার শরীর মন শীতল হয়।

আমরা এই এক বৎসর অনেক প্রকার অবস্থা দেখিলাম। উৎসবের প্রথম দিনে সে সকল স্মরণ হইতেছে। এই বৎসর কত লোকে কত প্রকার দুঃখ মনোবেদনা সহ্য

করিলেন; কিন্তু ইহাতে দাসের কি হইল? এ সকল দুর্ঘটনাতে যাহাদের বিশ্বাস ছিল না তাহারা বিশ্বাসী হইল, যাহারা অল্প বিশ্বাসী ছিল, তাহারা অধিক বিশ্বাসী হইল। এই রূপে সংসারের বিবিধ প্রতিকূল আচরণে ধর্ম্মের জয় হইতেছে, এবং গূঢ় ভাবে ঈশ্বরের কৃপাস্রোত বহিয়া যাইতেছে। যিনি জীবনের বন্ধু, হৃদয়ের সখা, তিনি সকল দুঃখ দরিদ্রতার ভিতর দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। এই শুভ উৎসবে তাঁহার করুণা স্মরণ করি। এই দীন দুঃখীদিগের উপরে তাঁহার যে সকল স্নেহরাশি বর্ষিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করি। আমরা সে সকল ভুলিব না। ঘোর পরীক্ষা বিপদের মধ্যে ব্রহ্ম আমাদিগের নিকটে থাকিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, আমাদিগের শোক সন্তাপ দূর করিয়াছেন, এই নানা প্রকার বিপদের মধ্যে প্রভুর প্রতি নির্ভর ও গাঢ় প্রণয় আরও বাড়িল। এই বৎসর এই মহাশাস্ত্র শিখিয়াছি, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া যে সংসারের নিন্দা গ্লানি এবং তিরস্কার সহ্য করিতে হয় তাহাতে নিশ্চিত কল্যাণ এবং আনন্দ হয়। ঘোর আন্দোলনের মধ্যে ব্রহ্মদাসের ভয় নাই। চারিদিকে কে যেন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন! ব্রহ্মদাস তাঁহাকে আর ছাড়িতে পারে না। লোকে তাহাকে গালাগালি দেয়, কত তিরস্কার করে; কিন্তু ব্রহ্মদাস হরি গুণ গানে প্রমত্ত, লোকের নিন্দা ব্রহ্মদাস শুনিতেও পান্ না। ব্রহ্ম অক্ষয় দুর্গের ন্যায়, অভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় আপনার সেবককে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীর প্রলোভন তাহার নিকটে যাইতে পারে না। প্রভুর প্রেম মুখ দর্শন করাই তাহার সুখ শান্তি এবং জীবনের এক মাত্র উপজীবিকা। অতএব বন্ধুগণ, এস আমরাও এই উৎসবের দিন, প্রভুর দাস হইতে প্রার্থনা করি। আর প্রভুত্ব করিতে অভিলাষ নাই। মনুষ্যের প্রভুত্বের লালসা হইতে অনেক অপবিত্রতা এবং অসাধুতা উৎপন্ন হয়। যিনি ব্রহ্মদাস তাঁহার মস্তক নর নারীর চরণের ধূলির সঙ্গে লুণ্ঠিত। সকলের আশীর্ব্বাদবারি তাঁহার মস্তকের উপর বর্ষিত হয়। তাঁহার বাসনা কেবল সেবা! তিনি প্রভুত্বের বাসনা রাখেন না। তিনি নিতান্ত দীন, শরণাপন্ন হইয়া প্রভুর ইচ্ছা পালন করেন। আমরা এই রূপে তাঁহার দাসত্বসাগরে মগ্ন হই। প্রভু, তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, আমাদের এই এক মাত্র প্রার্থনা হউক! দাসদিগের আর কোন কামনা থাকে না। আমার প্রভুর ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা হইবে এই জন্যই ব্রহ্মদাস ব্যস্ত। এই রূপে যাঁহারা দাসত্ব করিতে পারেন তাঁহারা ধন্য। দাসত্বই তাঁহার প্রেম ভক্তি অন্ন জল। সংসারে প্রভুর ইচ্ছা পালন করা ভিন্ন দাসের আর কিছু নাই, তাঁহার আর অন্য প্রয়োজন নাই। প্রেমান্নভোজন, এবং ভক্তি জল পান ইহাই দাসের জীবনের লক্ষ্য। প্রভুর চরণ বক্ষে ধরিব, প্রভুর সঙ্গে চলিয়া যাইব, কোথায় লইয়া যাও, জিজ্ঞাসা করিব না। প্রভু যদি বিষ দেন অমৃত বলিয়া আনন্দে তাহা পান করিব। প্রভুর সহাস্য মুখ দেখিয়া দাসের নয়ন হইতে অবিরল জল পড়ে, সেই জল ভক্তি নদীতে মিশ্রিত হয়। যাঁহারা এই প্রকার দাস হইয়াছেন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের গৌরব। তাঁহারা ব্রাহ্ম পরিবারে পবিত্রতা এবং শান্তি বিস্তার করেন। ব্রহ্ম আমাদিগকে তাঁহার গৃহে দাসত্ব করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। বন্ধুগণ, এস, আমরা তাঁহার গৃহে গিয়া দাসত্ব করি। অনেক দিন আমরা পৃথিবীর কোলাহলে কষ্ট পাইয়াছি, অনেক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি। এখন প্রভুর গৃহে গিয়া সকলে একত্রিত হইয়া জীবনকে সার্থক করি। সংসারে অনেক মতের বিভিন্নতা আছে; কিন্তু সে সকলই মিথ্যা। দাসের শাস্ত্র এক—আমি ত কিছু জানি না। প্রভুর ইচ্ছা সম্পন্ন হইলেই তাঁহার আনন্দ। প্রভু ভিন্ন আমাদের আর কেহ রক্ষক নাই। আমাদের আর সম্বল নাই। দাসের শোভা কি? হরিপদ সেবা। দাস ভক্তিতে গদগদ এবং প্রমত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করেন এই তাঁহার সৌন্দর্য্য। নিজে আপনি মাতেন, এবং সংসারকেও মাতান, তিনি দুঃখীকে সুখী করেন, প্রমত্ত তাতেই তাঁহার আনন্দ। দাসের মুখে এত জ্যোতিঃ কেন? প্রভুর প্রফুল্ল প্রেমানন দাসের মুখে প্রতিভাত হইয়াছে। দাসের চক্ষুতে এত জ্যোতিঃ কেন? পরম বন্ধুর নয়নসাগরে তাঁহার চক্ষু ডুবিয়াছে। এই রূপে প্রভুর সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া ব্রহ্মদাস দেশে দেশে নগরে নগরে বিচরণ করেন। তাঁহার সংসারই আবার বৈরাগ্য, তাঁহার বৈরাগ্য সংসার। তাঁহার ধর্ম্ম আর সংসার এক। তিনি এক ধর্ম্ম শিখিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম তিনি সাধন করেন। তাঁহার তপস্যা এক, তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি এক। প্রভুর চরণে সর্ব্বস্ব দিয়া তিনি বসিয়া আছেন। প্রভুর চরণে শরণাগত হইয়া তিনি অলৌকিক ভাবে সংসারে বিচরণ করেন। আমরাও এই ভাবে প্রকৃত দাস দাসী হইয়া সংসারকে পবিত্র করিব এই আমাদের ইচ্ছা। সংসারের মান সম্ভ্রম সকলই প্রভুর প্রাপ্য। এস বন্ধুগণ, তাঁহার প্রতি প্রেম ভক্তিতে অনুরক্ত হই। প্রভু আমাদের হৃদয় প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছেন। প্রভুকে আর ছাড়িতে পারি না। তাহার কথা শুনি, তাঁহার নাম শ্রবণ করি, নিজের ইচ্ছা, নিজের বিষয় বাসনা, বিলাস লালসা ছাড়িয়া তাঁহার ইচ্ছার অনুসরণ করি। প্রভু হইয়া সকলেই দেখিয়াছেন তাহাতে সুখ শান্তি নাই। ব্রহ্মদাস হইব, জীবন সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিয়া কৃতার্থ হইব। করুণাসিন্ধু এই রূপে আমাদিগকে তাঁহার দাস দাসী করিয়া তাঁহার চরণে রাখুন।

সায়ংকালে আচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত উপদেশ দেন।

যাঁহারা আধ্যাত্মিক এবং অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের পক্ষপাতী তাঁহারা শরীরকে তুচ্ছ করেন, নানা প্রকার কঠোর তপস্যা করিয়া শরীরকে শুষ্ক করেন। তাঁহাদিগের সংস্কার মনই সর্ব্বস্ব। বিশ্বাস, প্রীতি, পুণ্য শান্তি সকলই মনেতে হয়। শরীর অসার, অপদার্থ। শরীর কিছুই নহে, মনই সার এবং নিত্য বস্তু। শরীরকে অবহেলা কর, নিগ্রহ কর, মনের মহিমাকে মহীয়ান্ কর। শরীর কিছুই নহে, শরীর অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, এ সমুদয় কথাতে আমরা সায় দিলাম বটে; কিন্তু ঈশ্বরের অপার লীলা কে বুঝিতে পারে? এই অসার শরীরের দ্বারাও ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ করেন। একটী ক্ষুদ্র মাংস খণ্ড, তাহার নাম রসনা। যদি জিজ্ঞাসা কর পরিত্রাণ পথে কি রসনা সহায় হয়, আমি বলিব রসনা দ্বারা জীবের পরিত্রাণ হয়। রসনা অমূল্য রত্ন, রসনা জীবের পরমবন্ধু। রসনার কথা মনে হইলে, দুটী কথা মনে পড়ে; একটী আশীর্ব্বাদ, অন্যটী অভিসম্পাত। রসনা বলিল, তোমার ভাল হউক, অমনি তোমার ভাল হইল। রসনা বলিল তোমার মন্দ হইবে, অমনি তোমার মন্দ হইল। তোমরা বলিতে পার তবে রসনা কি রাজা, যে রসনা যাহা বলিবে তাহাই হইবে। রসনা হইতে জীবের মঙ্গল অমঙ্গল বিনিঃসৃত হয়। পাঁচ সহস্র বৎসর তোমার মঙ্গল হউক রসনা এই কথা বলিতে পারে। রসনার সঙ্গে অমৃতধাম, পরলোকের কি সম্বন্ধ? রসনা দ্বারা মিষ্টরস আস্বাদন করা যায়, মিষ্ট কথা বলা যায়, এই কথাই সকলে জানে; কিন্তু ইহাতে যে পারমার্থিক রহস্য নিহিত আছে তাহা কে জানে? আমি বলি রসনার মধ্যে স্বর্গের চাবি রহিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ যতক্ষণ না রসনা বলিতে পারে আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, ততক্ষণ স্বর্গরাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন; আর যখন রসনা বলিল, ঈশ্বর দর্শন হইল, তখনই স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। মানুষ সরল হইয়া জিহ্বা দ্বারা যেরূপ বলে সেইরূপ হইতে পারে। মানুষ জিহ্বা দ্বারা বলুক আমি বৈরাগী হইব, সে নিশ্চয়ই বৈরাগী হইবে। মানুষ কেবল জিহ্বা দ্বারা বলুক আমি ভবসাগর পার হইব, সে নিশ্চয়ই ভব সাগর পার হইয়া যাইবে। আর যে ভবসাগরের তীরে বসিয়া কেবলই বলিতেছে, আমি এই দুস্তর সাগর পার হইতে পারিব না, তাহার শান্তিধামে যাওয়া হইল না। যে বলিল বহুকালের অভ্যস্ত পাপ জমাট হইয়া গিয়াছে, ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা নাই, তাহার আর শীঘ্র পাপ হইতে মুক্ত হওয়া হইল না। আর যে হুঙ্কার করিয়া বলিল এখনই আমি পাপের জমাট ভাঙ্গিব, তাহার পাপের অভ্যাস ভাঙ্গিল। যে অবিশ্বাসী, অলস, নিরুৎসাহ, যে রসনায় সাহস করিয়া বলিতে পারে না যে আমি পাপ জয় করিবই করিব তাহার পাপাভ্যাস খণ্ড খণ্ড হয় না। জিহ্বার কথার উপরে এত নির্ভর করে। অতএব প্রত্যেক ভক্ত রসনাকে অনুকূল করিয়া লউন! অত্যন্ত ভাল অবস্থায়ও বিপাকে পড়িতে হইবে যদি রসনা সহায় না হয়। যাহার হাতে কথার বল আছে সে অনায়াসে পাপ অভ্যাসকে জয় করে। কেননা কথাই ব্রহ্ম। যে কথা বলিতে পারিল না, যে শব্দ করিল না সে ব্রহ্মের বল পাইল না। একবার রসনা হুঙ্কার করিয়া বলুক, এই পাপ ছাড়িয়া স্বর্গে চলিলাম, রসনার কথা তখনি সিদ্ধ হইবে। এইজন্য রসনার আশীর্ব্বাদের এত বল, এবং এমন ফল।

যখন জিহ্বা বলিল তোমার মঙ্গল হউক, জিহ্বা ঈশ্বরের কথা বলিল। ঈশ্বর যখন সরস্বতীরূপে অবতীর্ণ হইয়া জিহ্বাকে বাক্যোচ্চারণ করিতে নিয়োগ করেন তখন জিহ্বা জ্ঞান ও মঙ্গলের ভার পাইয়া শত ধারে অমৃতবর্ষণ করে; আর রসনা যতক্ষণ নাস্তিক থাকে ততক্ষণ সে অবিশ্বাস, অহঙ্কার, নিরাশার কথা বলে। যার জিহ্বা নাস্তিক হইয়া নিরাশার কথা সকল বলে, যার কর্ণ এই নাস্তিক জিহ্বার কথা সকল শুনে তার কল্যাণ হয় না, উন্নতি হয় না। কবে আমাদের রসনা আমাদিগকে প্রেমরস পান করাইতে সদয় হইবে? কবে রসনা ঈশ্বরের কথা বলিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে? কবে রসনার কথায় আমাদিগের শান্তি হইবে? সাধু হইবার জন্য সুখী হইবার জন্য প্রতিদিন কত চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু তোমার রসনা তোমার অনুকূল নহে। উৎসব আসিতেছে, কতলোক স্বর্গের কত রত্নলাভ করিবে, কিন্তু তোমার রসনা তোমাকে বলিতেছে তোমার কিছুই হইবে না। চারিদিকে সকলেই তোমার অনুকূল, কিন্তু তোমার সেই নাস্তিক জিহ্বা তোমার প্রতিকূল। উৎসবে শত শত লোকের চক্ষু হইতে ভক্তিধারা বিনিঃসৃত হইবে; কিন্তু তোমার অবিশ্বাসী অভদ্র রসনা ক্রমাগত তোমাকে অভিসম্পাত করিতেছে। সকল দিক্ সহাস্যভাব ধারণ করিয়াছে। সকল ভাই ভগিনী কল্পতরুর নিকট পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতেছেন, কিন্তু তোমার রসনা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইল না। রসনা যাহার প্রসন্ন না হয় সে কিছুতেই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না। নাস্তিক মনুষ্যের রসনা যে তাহাকে অভিসম্পাত দেয় তাহার হেতু আছে। রসনার বাণী আর ব্রহ্মবাণী একই। ব্রহ্মবাণী রসনার শব্দ সামান্য বস্তু নহে। রসনার শব্দে মানুষের পরিত্রাণ হইতে পারে। একবার যে বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারে, শত শত বৎসরের পাপ দূর হউক, আর সত্য সত্যই শত শত বৎসরের পাপ চলিয়া যায়। যে একবার বলিতে পারে আমার জীবনে শত শত ভয়ানক পাপ

থাকিতে পারে; কিন্তু আমি ব্রহ্ম দর্শন করিবই করিব নিশ্চয়ই তাঁহার কথা সিদ্ধ হয়। এই কথা বলিল কে? ব্রহ্মাশ্রিত রসনা। যখনই রসনা এই কথা বলিল, তৎক্ষণাৎ চন্দ্র সূর্য্য ইহার সাক্ষী হইল। হাত যাহা করিতে পারে না, চক্ষু যাহা দেখিতে পায় না, রসনা তাহা করাইয়া দেয়, রসনা তাহা দেখাইয়া দেয়। সাধকের জিহ্বা যদি তাঁহার অনুকূল হয় তিনি অন্ধ হইয়া দেখিতে পান, হস্তহীন হইয়া ধরিতে পারেন। সমস্ত পৃথিবী কিছুই হইল না. কিছুই হইল না বলিয়া নিরাশার কথা বলিতেছে; কিন্তু ভক্তের রসনা আশার কথা বলিয়া স্বর্গরাজ্যের অভ্যুদয় করিল। ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড রসনা কি না করে? নাস্তিক অভক্তের রসনা পৃথিবীকে অসাড়, ভীত এবং নিরাশ করে, জ্ঞান শিক্ষা দেয় না, ভাল পথ দেখাইয়া দেয় না। একেত পৃথিবী পাপ ভারে আক্রান্ত, তাহাতে রসনার কুবাক্য। রসনার দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া কতলোকের অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে। রসনা শত্রু ভয়ানক শত্রু। রসনা সদয় হইলে পরিত্রাণ। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যদি দুই পাঁচটী লোকের রসনা শুভাশীর্ব্বাদ করে এই দূষিত বায়ু ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইবে। রসনার আশীর্ব্বাদে দুর্ব্বল সবল, রোগী সুস্থ এবং নির্জ্জীব সজীব হইবে। এক জনের আশীর্ব্বাদে শত শত বংশের লোক পরিত্রাণ পাইবে। কথার কত ক্ষমতা। অমৃত বাক্য উচ্চারণ কর, সাহসের কথা শান্তির কথা বল। ক্ষুদ্র রসনা সিংহের ন্যায় প্রবল হউক। ছোট কল, ছোট রসনা যন্ত্র কেমন যন্ত্র তোমরা জান না। রসনার ভাল কথায় জীবের কল্যাণ হইবেই হইবে। ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পাইবে যদি রসনা আস্তিক হয়। মুখ ভাল কথা বলে না, তাই আমাদের ভাল হয় না। অতএব শুভ উৎসবে রসনা পক্ষীটিকে শুভ কথা বলিতে শিক্ষা দাও। সকল রসনা "মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক" এই কথা বলুক। রসনা যদি সহায় হয় তোমরা পাঁচটি ব্রাহ্ম পাঁচ হাজার ব্রাহ্মের ন্যায় সবল এবং সতেজ হইবে। রসনা একটি প্রকাণ্ড যন্ত্র। পঞ্চাশটি ব্রাহ্ম প্রবল হইয়া যদি হুঙ্কার করেন, আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইবে। কেবল ব্রাহ্মেরা ভাল কথা বলিতে চাহেন না এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা। রসনা তেজের কথা বলিলে নিমেষের মধ্যে চিরজীবনের পাপ সকল ধ্বংস হইবে। রসনার কথা পাঁচ লক্ষ লোককে মঙ্গল পথে লইয়া যাইবে। রসনা ঈশ্বরের সংস্পর্শে অলৌকিক বল এবং স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই রসনার আশীর্ব্বাদে আমাদের পরিত্রাণ হইবে।

৮ মাঘ সোমবার সায়ঙ্কালে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেন পরিত্যাগ করি নাই" এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার সার এইরূপে সঙ্কলন করা যাইতে পারে।

এত দিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আমি পরিত্যাগ করি নাই, ইহাতে কোন কোন স্থানে কোন কোন লোক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ বিস্ময়প্রকাশ বিদ্বেষভাব হইতে নহে, বরং ইহাতে সম্মানই প্রকাশ পায়। তাঁহাদিগের বিস্ময়েতে আমারও সহানুভূতি আছে। যদি আমি বিরোধিগণের অথবা নিজের প্রবৃত্তির কথা শুনিতাম, অনেক দিন পূর্ব্বে আমি আমার ধর্ম্মসমাজ পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু নিজের প্রবৃত্তি এবং সাধারণের আশার প্রতিকূলাচরণ করিবার পক্ষে অনেক সদ্‌যুক্তি আছে। আমার এবং আমার ন্যায় আর আর সকলের উপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিকার স্থির করিতে গিয়া এই সমাজের সঙ্গে যোগ দিবার পূর্ব্বে কি সঙ্গে লইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। দশবৎসরের অধিক কালের পরীক্ষা লইয়া বিশেষ চিন্তা করত এই দেখিতে পাইয়াছি যে যাহা কিছু আমার মধ্যে ভাল এবং যোগ্য—শিক্ষা, সুখ, বন্ধুতা, সম্মান, সাধারণের সহানুভূতি, ফল যাহা কিছুতে জীবন অভিলষণীয় বলিয়া প্রতীত হয় সকলই আমি সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে লাভ করিয়াছি এবং তজ্জন্য তাহার নিকটে ঋণী। যাঁহারা আমাকে অনেক দিন হইল ভাল করিয়া জানেন, তাঁহারা আমি যে একথা একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না বা সত্যকে অতিক্রম করিতেছি না তদ্বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিবেন। আমার দোষ হইলে সকলে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু চিরজীবনের কৃতজ্ঞতা এবং সমুদায় জীবনের মূল ও পরীক্ষা পরিহার করিবার উপযুক্ত কারণ আছে কি না ইহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আমাকে অধিকার দেওয়া সকলেরই উচিত। কেন আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করি নাই, এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে পরিত্যাগ না করার কারণ গুলি বলিব। ধর্ম্ম আমার নিকটে আর কিছুই নহে গভীর সুমিষ্ট উপাসনা। সুকোমল ভক্তি এবং গভীর সাধুতা আমার প্রাণ। আধ্যাত্মিক জীবনের ভক্তিভাব ধর্ম্মের সমগ্র সুখ। যদি উপাসনার স্রোত হৃদয়ে শুষ্ক হইল তবে শান্তি কোথায়, বিশ্রাম কোথায়, ঈশ্বর এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম কোথায়? এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মসমাজ শুষ্ক মরুভূমি এবং অনুর্ব্বর প্রস্তররাশিসদৃশ ছিল, উহা হইতে কোন প্রস্রবণ উৎসারিত হইত না, একটি পুষ্পতরুও জন্মিত না। উহার অবস্থা এত দূর মন্দ হইয়াছিল যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ হাত তুলিয়া নির্দ্ধারণ হইত। এই কল-

শস্যহীন মৃত্যুর প্রতিকৃতি পর্ব্বতভূমি হইতে একটি জীবন্ত উৎস উৎপন্ন হইল। উহা উপাসনা এবং আধ্যাত্মিকতার উৎস। এই উৎস অমৃত বহন করিতে লাগিল, এবং লোকের পাপ ও দুঃখ, শুষ্কতা ও নিরাশা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। এই যে আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি, ইহারই প্রাচীরের মধ্যে আমরা উপাসনার যে উচ্চতা এবং গভীরতা অনুভব করিয়াছি তাহার সাদৃশ্য কোথাও আছে আমরা জানি না এবং কেহ কোথাও দেখেন নাই। যদিও এই স্রোত সময়ে সময়ে অবরুদ্ধ প্রায় হইয়াছে, কিন্তু ইহা কখন অবরুদ্ধ থাকিবার নহে। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা আত্মার গভীর স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং যত সাধুমহাত্মাগণের সাধুত্ব, ভক্তি, গভীরভাব এবং ধর্ম্মোৎসাহ এখানে একটি প্রকাণ্ড সরোবর হইয়া একত্রিত হইয়াছে। যত দিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার বল, সাধুত্বে গভীর উন্নতি, এবং ভক্তি শান্তি ও পবিত্রতার আশা আছে, এবং সর্ব্বোপরি অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বর আমাদিগের আত্মার গভীর উচ্ছ্বাস পরিতৃপ্ত করিতে অঙ্গীকার করিতেছেন, বল সে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাই? ব্যর্থ আত্মপরায়ণ স্বাধীনতার সুখের জন্য কি সকলকে ছাড়িয়া অরণ্যবাসী হইব, অথবা যখন কোন একটি বিষয় ভাল লাগিবে না তাহা লইয়া বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইব, অথবা এক জন বা দুজন লোকের দোষের জন্য (যাহাদিগের সঙ্গে এক হইবার প্রয়োজন করে না) সকল লোকের কেবল দোষ খুঁজিয়া বেড়াইব? বল এই জন্য কি আমি অসীম অধ্যাত্মশোভা এবং সুখ যাহার মধ্য দিয়া আজ এই বিংশতি বৎসর চলিয়া আসিলাম, এবং অবশেষে জীবন চলিব আশা করি, তাহা পরিত্যাগ করিব? আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থিতি করিতেছি কেন না উহার জীবন উপাসনা এবং প্রেমের জীবন। আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থিতি করিতেছি কেন না আমার আত্মা উপাসনা আরাধনা এবং গভীর ধ্যানেতে আনন্দিত। যদি আমি আর কোথাও এমন স্থান বা সমাজ পাইতাম যেখানে আমার চির অপরিতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘ পিপাসা নিবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে আমি আমার মাতৃসমাজ পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইতাম। কিন্তু আমি এরূপ স্থান কোথাও পাই নাই সুতরাং নিয়ত এখানে থাকাই আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনেকরি।

শুদ্ধ ইহা নহে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতৃত্বনিবন্ধন আমার নিকটে অচ্ছেদ্য যোগের মূল স্থান। এখানে কেবল জীবিতের সঙ্গে জীবিতের সম্বন্ধ নহে, কিন্তু জীবিতের সঙ্গে মৃতেরও যোগ আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কোন বংশ বা জাতিকে পরিত্যাগ করে না, কিন্তু সকল নর নারীকে আলিঙ্গন করে এবং মানব কুলে যাঁহারা মহান্ এবং শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা এক সময়ে সত্য এবং ঈশ্বরের পুণ্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাব আপনাতে সংযুক্ত করে। প্রতিধর্ম্ম এবং প্রতিদেশের প্রেরিত মহাজন আমাদিগের প্রেরিত মহাজন, প্রতিদেশের প্রতিজাতির ধর্ম্মার্থে নিহত, ধর্ম্মপ্রচারক এবং মহর্ষির সঙ্গে আমাদিগের যোগ। যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্দায় মহাত্মা মহাজন সঙ্গে এরূপে সম্বন্ধ, আমি ঈদৃশ মূল স্থান কিরূপে পরিত্যাগ করি, যেখান হইতে নিয়ত পবিত্র প্রভাব প্রসূত হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়! যে কোন লোকে আপনি অবস্থিতি করুন, সেই উচ্চতম স্থান হইতে দেখুন, আপনি যে সকল মহাত্মাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, আপনার শিষ্যবর্গ তাঁহাদিগকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছেন। আপনি যে কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া গিয়াছেন, আপনার দেশীয় লোকগণের নিকট তাহা দশগুণ হইয়া সমাগত হইয়াছে। আপনাকে এবং আর সমুদায় মহাত্মাদিগকে উৎসাহবর্দ্ধন, এবং আলোকের জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি। শ্রোতৃবর্গ! আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কি আশ্চর্য্য ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন করিতেছেন। স্বর্গীয় নরনারীগণ ইহাতে অবতীর্ণ হইয়া শান্তি পবিত্রতা এবং পূর্ণতা বিতরণ করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের এবং আমাদিগের গৃহ। এখানে আমাদিগের সমুদায় উচ্ছ্বাসের পরিতৃপ্তি হয়। এ গৃহ কি কখন আমি পরিত্যাগ করিতে পারি? কি জন্য পরিত্যাগ করিব? ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া কি বিদ্বেষ, ভ্রাতৃবিরোধ, যাঁহারা সম্মানের পাত্র তাঁহাদিগের প্রতি ব্যক্তিগত নিন্দা অপমান অভক্তির ঘূর্ণাতে নিপতিত হইব? আজও আমাদিগের উচ্চ আদর্শ পূর্ণ হয় নাই, আজও ভ্রাতৃবিরোধ অকল্যাণেচ্ছা আছে, ইহা বলিয়া কি আমি ঈদৃশ ভ্রাতৃত্বের শান্তি ও যোগ পরিত্যাগ করত অল্প সংখ্যক অসন্তুষ্ট লোকের সঙ্গে যোগ দিয়া অকৃতজ্ঞতা ও বিবাদের পতাকার অনুসরণ করিব? ঈশ্বর করুন যেন কখন এরূপ না হয়। যদি আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতৃত্বের অযোগ্য হই আমাকে সকলে দণ্ড দিন এবং সর্ব্ব প্রকারে আমার দোষ প্রকাশিত করুন। কিন্তু কেহই যেন আমার আত্মাকে এই অধ্যাত্ম ভ্রাতৃত্বনিবন্ধন, ভবিষ্যতের জনসমাজ, সমগ্র মনুষ্যজাতির বিস্তৃত ধর্ম্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিতে না বলেন, এবং আপনারাও স্বতন্ত্র না হন। আমাদিগের অবশেষ জীবন যেন এক পিতার সন্তানগণের সঙ্গে নীচ ভাবে বিবাদ বিসংবাদ করিয়া অতিবাহিত না হয়।

যাহা বলিলাম তদ্ব্যতীত, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিধাতার অদ্ভুত বিধান সম্বন্ধ আছে। উহা শুদ্ধ উপাসনা স্থান নহে, কিন্তু উহা একটি গভীর সুবিস্তৃত অভিপ্রায় যাহা ক্রমে ক্রমে উদ্বুদ্ধ এবং কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

তোমরাই আমাকে শিখাইয়াছ যে ঈশ্বরের প্রেম পরোক্ষ নহে, কিন্তু বিদ্যমান সত্য যাহা প্রতিব্যক্তির জীবনের স্থূল সূক্ষ্ম ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার নিয়তি সংগঠন করিতেছে। তোমারাই শিখাইয়াছ যে ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার প্রতি সন্তানের পার্শ্বে থাকিয়া তাহার অভিপ্রায় দেখিতেছে এবং কখন তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত করিবে তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিধাতা ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিদ্যমানতা, সাধারণতঃ সমুদায় ব্যাপারে, বিশেষতঃ প্রত্যেক বিশ্বাসীতে অনুপ্রবিষ্ট। তিনি আমাদিগের প্রতিজনের সঙ্গে আছেন এবং সযত্নে প্রতিজনকে দেখিতেছেন। এটি [illegible]টি আশ্চর্য্য মত। কি! আমার দুঃখ দারিদ্র্য রোগের সময়ে তিনি আমার পার্শ্বে, তিনি আমার পশ্চাতে! তিনি আমার দুঃখে দুঃখী আমার আনন্দে আনন্দিত! অপমানের মধ্যে তিনি আমার মান রক্ষা করেন, নির্য্যাতনের মধ্যে তিনি আমায় সান্ত্বনা দেন! তিনিই তাঁহার পবিত্র অভিপ্রায় সংগঠন করেন, যে পবিত্র অভিপ্রায় আমাকে এবং আমার কার্য্যকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং এক দিন সমুদায় পৃথিবীর পরিত্রাণ আনয়ন করিবে। তিনি এখন আমাকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে সৃষ্টি করিতেছেন। তিনিই আমার আত্মার মধ্যে থাকিয়া আমার অভিপ্রায়, ভাব, এবং অভিলাষসকলকে বিশুদ্ধ করিয়া আমার কুৎসিত মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। সর্ব্বগত বিধাতা এই রূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক অণুতে এবং আমার দেহ মনের প্রত্যেক পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিত্য অভিপ্রায়ের একাংশ এবং প্রত্যেক ব্রাহ্ম সেই অংশের অংশ। ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রজ্বলিত অগ্নি, তাঁহার অধিষ্ঠান দীপ্যমান অগ্নিশিখা। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গূঢ় অগ্নি আছে, যাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে জ্বলিতেছে। তিনিই প্রাতঃকালে বিকশিত পুষ্পোপরি নিপতিত হিরকখণ্ডসদৃশ শিশিরবিন্দু সৃষ্টি করেন, তাঁহারই নিঃশ্বাস হইতে ভীষণ অগ্নি নিঃশ্বসিত হয় যাহা ভূমি ও বন ভস্ম করে। সাধকের শ্বেতসরোজসদৃশ হৃদয়ে উপাসনার নির্ম্মল শিশিরবিন্দু নৃত্য করে, আবার তাঁহারই হৃদয়ের গভীরতম স্থানে আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবসদৃশ প্রবলোৎসাহ লুক্কায়িত থাকে যাহা সমুদায় অসত্য এবং অসাধুতা দগ্ধ করিয়া ফেলে। তাঁহারই বিধান এক দিকে সাধকের হৃদয়ে উপাসনার সুমিষ্ট ভাবে ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশ পায়, আর এক দিকে আত্মবিসর্জ্জন এবং ধর্ম্মপ্রচারকের প্রবলোৎসাহের ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করে। যে ব্যক্তি ইহার নিকটবর্ত্তী হয় সেই উহা দ্বারা আকৃষ্ট এবং দগ্ধ হয়। আমি এই অগ্নির নিকটে প্রথম বয়স হইতে আছি, আজ আমার কেশ পলিত হইতে চলিল। এখন এ প্রভাবকে আমি কিরূপে ছাড়ি? ছাড়িয়া কোথায় যাই? আমার মুখ আমি কোন্ দিকে ফিরাইতে পারি যে দিকে উহা নাই। জ্ঞানের শুষ্ক মরুভূমি, হৃদয়শূন্য নিন্দা, দোষদর্শন, মনুষ্যকৃত মৃত নিয়মাবলি আমার নিকটে অসার তুষরাশি। এই সকল জীর্ণবস্ত্র যাহা অল্পদিনের মধ্যে কীটকবলে কবলিত হইবে তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের অদ্ভুত প্রাণপূর্ণ বিধান পরিত্যাগ করিব? বিধাতার মহিমান্বিত অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে ইহা দেখিবার জন্য আছি। আমার মাতৃসমাজে এবং ভ্রাতৃমণ্ডলীতে নবজীবন এবং অগ্নিসম উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে ইহাই দেখিবার জন্য আছি। সংশয়বাদ, শুষ্কজ্ঞান, ধর্ম্মহীন সংস্কার, এবং ভ্রাতৃত্ববিরোধী ঘৃণা শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইবে, ইহাই দেখিবার জন্য আছি। আমার নিজের এবং আমার দেশ ও জাতির পরিত্রাণ দেখিবার জন্য আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে আছি। যাহারা বিবাদ বিসংবাদ করিতে চায় তাহারা করুক, আমার তাহাদিগের সঙ্গে কোন দায় নাই। আমি আমার পিতার গৃহে অবস্থান করিতেছি, [illegible] না আমার আত্মা বিধাতা কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়াছে এ[illegible] তাঁহার অদ্ভুত অভিপ্রায়ের প্রকাশ আমাকে একেব[illegible]র মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার, অন্যায় কর্ত্তৃত্ব, অন্যায়াচরণ এবং লজ্জাকর কিছু নাই? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি ইহার অনেক আছে। এই সকল আছে বলিয়াই আমি উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, কারণ এ সকলের বিরোধে মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকা কর্ত্তব্য, ভীরুর ন্যায় পলায়ন করা নহে? আমার ধর্ম্মসমাজ আমার দুর্গ, যদি কেহ আমার বক্ষে ছুরিকা আঘাতও করে, তবু স্বস্থানে থাকা মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম এবং যথার্থ স্বাধীনতা মনে করি। আমি যন্ত্রণায় অধীর হইতে পারি, শোণিত বমন করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত সর্ব্বদা আমার রক্ষার জন্য প্রস্তুত আছে, সুতরাং আমি বিশ্বস্ততা সহকারে আমার নিজ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিব। তুষাররাশি পর্ব্বতশিখর পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, বৃক্ষ তাহার উৎপত্তিভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না, মৎস্য তাহার নিবাস জলরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবনের আহ্লাদ রক্ষা করিতে পারে না, তবে আমি যেখানে জীবন এবং উন্নতি লাভ করিয়াছি সেই বায়ুমণ্ডলী হইতে আমার আত্মাকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিব? ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজে আমার আত্মা উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমার হৃদয় উহারই ভূমিতে মূলবদ্ধ করিয়াছে, উহারই উচ্চ শিখরে আমার ক্ষত বিক্ষত পাপ আত্মা বহু কাল শান্তিতে এবং লাভে অধিবাস করিয়াছে; এখন এত বয়সে সেই মাতৃসমাজের বক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিবাদ বিদ্বেষের কঠোর শৈলে আহত হইয়া কি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে পারি? এই আমার ভার-

তবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ না করার যুক্তি। ঈশ্বর তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমা হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। যেন আমরা তাঁহার ধর্ম্মসমাজে চিরজীবন সন্তান ও ভৃত্য হইয়া অবস্থিতি করি এবং যেন উপস্থিত উৎসবে এবং ইহ পর জীবনে তিনি আমাদিগের সঙ্গে এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে নিত্যকাল বাস করি।

৯ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে প্রতিদিনের নিয়মিত উপাসনা সমাপন হইলে সমবেত বন্ধুমণ্ডলী একত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তথা হইতে বহির্গত হইয়া নূতন নির্ম্মিত প্রচারকগণের বাসগৃহে উপনীত হয়েন। তথায় প্রার্থনান্তর গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং "মঙ্গল-বাটী" নাম করণ হয়। সম্মিলিত বন্ধুগণ মঙ্গলবাটীতে আহারাদি সম্পন্ন করেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে আলবার্টবিদ্যালয়গৃহে ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভা হইলে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পীড়িত থাকায় প্রচারকার্য্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র রিপোর্ট পাঠ করেন। তিনি যে আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করেন তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। প্রচারকগণের উপজীবিকাসম্বন্ধে এ বৎসর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সন্তান সন্ততি লইয়া প্রতিদিন প্রায় ষাইট জন ব্যক্তিকে তাঁহার আহার যোগাইতে হয়। আহার বা অন্য কোন বিষয়ে ঋণ পাইলেও ঋণ করিবার বিধি না থাকাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে যে দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কার্য্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া যেখান যেখান হইতে অর্থ আসিবার সম্ভাবনা ছিল তাহাতে তিনি নিরাশ হইয়াছেন। কল্য কি হইবে তৎসম্বন্ধে যেমন নিরাশ হইলেন, অমনি যে স্থান হইতে কিছু আসিবার সম্ভাবনা ছিল না সেই স্থান হইতে অর্থাগম হইয়া তাঁহার চিন্তা অপনয়ন করিল। এইরূপে এবার ঘোর অভাব এবং দুর্ম্মূল্যের মধ্যে যেরূপে একটি সুবৃহৎ পরিবার নিত্য আহার লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে, এ পরিবার বিধাতার স্বহস্তে প্রতিপালিত এবং তিনিই ইহাদিগকে চিরদিন রক্ষা করিবেন। ঈদৃশ গুরু ভার তিনি নিজে বহন করিতে একান্ত অসমর্থ। যদি তিনি এসম্বন্ধে আপনার উপরে নির্ভর করিতে যান, তাঁহাকে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। এবারকার ঘটনায় তাঁহার বিশ্বাস সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং বিধাতার অপার করুণার জন্য তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। এ সময়ে তেজপুরস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত অভিমুক্তেশ্বর সিংহ ভিক্ষাদ্বারা সমূহ উপকার সাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর প্রচার কার্য্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহজন্য শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্রকে, মন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসুকে, এবং ধর্ম্ম নীতি সমাজসংস্কারবিষয়ে যাঁহারা যেখানে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ অর্পণ করা হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ব্রাহ্মসমাজে এবার যে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্য সভার পক্ষ হইয়া দুঃখ এবং উহা মঙ্গলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করিলেন। এ সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন ;

বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে সভাপতি যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন এই দুঃখে সকলেই দুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী যেরূপ ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য। ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্ত্তমান আন্দোলন দ্বারা যে একটি স্বতন্ত্র দল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলস্থ লোকেরা আপনাদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের

বহিৰ্ভূত জ্ঞান করেন; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দল বৃদ্ধি অনিবার্য্য। যদি মনে কর যে দলবৃদ্ধি হইবে না এরূপ আশা করা অন্যায়। যত দিন মনুষ্যের অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে তত দিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবেই হইবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ দল হইয়াছে; এবং মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ দল হইবেই। কিন্তু কতক গুলি দল বৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ একটি সম্প্রদায় হইবে এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব, সেই রূপ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলনভূমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটি বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ইংরেজীতে যাহাকে Party বলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে পারে; কিন্তু সে সমুদয় দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত। যত দিন সে সকল দলস্থ লোকেরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে, এবং পাপ পুণ্যের বিচার হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এ সকল মূলসত্যে বিশ্বাস করিবেন, তত দিন তাঁহারা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। ধর্ম্মের মূল চিরস্থায়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদয় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মূল নষ্ট করেন। আমরা কয় জন চলিয়া যাইতে পারি; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অস্বীকার করেন তথাপি তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যেমন দুই পক্ষ পরস্পরের বিরোধী না হইলে বহু কাল সংগ্রাম চলিতে পারে না সেই রূপ উভয় পক্ষ পরস্পরের শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না। যদিও আক্রমণকারী ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করেন; কিন্তু আক্রান্ত যদি ক্ষমাশীল হন সংগ্রাম চলিতে পারে না। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহারও অমঙ্গল করিতে পারেন না। ইহাঁর আপনার লোকেরাই যদি ইহাঁর প্রতি শত্রুতা করেন তথাপি ইনি তাঁহাদের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতে পারেন না। শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই ইহাঁর ক্রোড় প্রেমপূর্ণ থাকিবে। এই দেশে যদি শতাধিক দল দৃষ্ট হয় তৎসমুদয়ের প্রতি ইহার সদ্ভাব থাকিবে, অন্যথা ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহাকেও কুনয়নে দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ধর্ম্মসম্প্রদায় নহে। সকলকে একত্র করিবার জন্য এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবার জন্য যে এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অনেক বৎসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকেরা যখন এখনকার ঘটনাসকল আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা প্রকৃত-তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন বিরোধের ভূমির উপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একটি উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতি সপ্তাহে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা হইত, সেই গৃহ একটি সাপ্তাহিক উপাসনা স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা একটি সাপ্তাহিক উপাসনাস্থান নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া একটি উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইহাঁর বন্ধুতার সম্বন্ধ, শত্রুতা নহে। উন্নতিস্রোতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজও ইহার অন্তর্গত। অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা দূরে থাকুক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমাজ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের প্রতি সমূহ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এখনও করেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এখান হইতে কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈরনির্য্যাতন না হয়। সকল প্রকার বিরোধ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রমুক্ত। প্রেম বিস্তারের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যাহা করেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ করুন।

আর একটী কথা। ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু অপ্রেম, অনৈক্য দেখা যায় এ সকল সাময়িক উত্তেজনা। যখন বর্ত্তমান অপ্রেমমেঘ কাটিয়া যাইবে, তখন সত্যসূর্য্য আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে। অতএব সকলে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকুন, পরে এই বর্ত্তমান বিরোধ দ্বারা জগতে কত কল্যাণ হইবে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

অনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

১০ মাঘ বুধবার অপরাহ্লে আলবার্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মদ্যপাননিবারণী সভার আশালতা নামক ছাত্রগণের দল পতাকা হস্তে সঙ্গীত করিতে করিতে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে সমবেত হয়। সেখানে ছাত্রগণের সঙ্গীতানন্তর আচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা দেন এবং শেষোক্ত ঠাকুর মহাশয় তাহাদিগকে সঙ্গীতগ্রন্থ বিতরণ করেন।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং নিম্নলিখিত উপদেশ দেন।

ব্রাহ্ম সমাজ নূতন বর্ষে পদার্পণ করিল। এক পরিচ্ছেদ শেষ হইল। এক বৎসর যে নাট্য অভিনীত হইল, কে ইহার অভিনেতা? কত জন কত বেশ ধারণ করিয়া এই নাট্য অভিনয় করিল; কিন্তু এই নাট্যের অভ্যন্তরে যিনি অভিনেতা তিনিই ইহার মূল। তিনিই এই অপূর্ব্ব নাট্য প্রদর্শন করিলেন।

"লীলাং বিদধতঃ স্বৈরং ——— —"

তিনি লীলাময় বিগ্রহ। তাঁহার এই জগৎ সকলের নিকট রহস্য। এই জগৎ একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। মনুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধি কল্পনা ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এই জগতের মধ্যে দুঃখ, শোক, ক্লেশ, যন্ত্রণা, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, ক্রন্দন, হাহুতোস্মি, অত্যাচার, এরূপ নানা প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে। সংসার দুঃখের আলয়, সংসার জরা ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। এখানে বলবানের দ্বারা দুর্ব্বলেরা নিপীড়িত, অধার্ম্মিকদিগের দ্বারা ধার্ম্মিকেরা অত্যাচরিত। এ সকল ব্যাপারের মর্ম্ম কেহ উদ্ঘাটন করিতে পারে না। এই সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া অনেকে মনে করেন এই জগতের যদি কেহ স্রষ্টা থাকেন, তিনি পূর্ণ মঙ্গলময় নাও হইতে পারেন। ফলতঃ প্রায় সকলেই জগতের গূঢ় রহস্য বুঝিতে অক্ষম। এই রহস্য বুঝাইয়া দিবার জন্যই সময়ে সময়ে ঈশ্বর বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া তাঁহার অদ্ভুত প্রেমলীলা প্রকাশ করেন। যখন জগৎ ঘোর মোহজালে আচ্ছন্ন হয়, যখন চারি দিকের লোকে অশান্তি এবং নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার জ্বালায় হা হুতোস্মি করে, এবং কেহই কিছু বুঝিতে পারে না, সেই সময় অবুজ্ঝ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বর বিশেষ বিধান প্রকাশ করেন। ঈশ্বর জগতের অন্তরালে থাকিয়া পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য কি আশ্চর্য্য ক্রিয়াসকল করিতেছেন, সেই বিশেষ বিধানের অন্তর্ভূত লোকসকলের দ্বারা সেই সকল বিচিত্র লীলা, সেই সকল পরম রহস্য প্রকাশিত করেন। ঈশ্বর আপনি গুরু, আচার্য্য অথবা উপদেষ্টা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় সকল বুঝাইয়া দেন। এ সময়ে ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের অন্য আচার্য্য নাই। ঈশ্বর আপনি আমাদিগকে তাঁহার গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। এখানে অন্যের জ্ঞানের আবশ্যক নাই। আমরা এই এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম; গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদ শেষ হইল। ঈশ্বর এই এক বৎসর আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন? আমাদের সমক্ষে বহু বর্ষ অতীত হইল; কিন্তু গত বৎসর আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে। যাহার হৃদয়ে সেই সদ্গুরু ঈশ্বর যে পরিমাণে বিশ্বাস এবং জ্ঞানালোক দান করিয়াছেন সেই পরিমাণে সে এই গ্রন্থপরিচ্ছেদের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে। এ বৎসর আমাদের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে। সমুদয় পরিচ্ছেদ বুঝিতে পারে এমন শিষ্য, এমন ছাত্র কোথায়? সম্যক্ রূপে এই পরিচ্ছেদ বুঝিতে কত সহস্র বর্ষ লাগিবে কে জানে? কিন্তু যত টুকু আমরা বুঝিয়াছি তত টুকুতে চিত্ত স্থির রাখিতে হইবে। ঈশ্বর এ বৎসর স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলেন যে তিনি ভিন্ন এ জগতে আমাদের আর কেহ নাই, তিনি ভিন্ন আমাদের আর আচার্য্য নাই, গুরু নাই, তিনি আমাদিগের সকল অভাব মোচন করেন, তিনি আমাদের অস্তিত্বের প্রতিপালক ও রক্ষক। তিনিই আমাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম এবং অন্ন বস্ত্র দান করেন। মনুষ্য অন্ন বস্ত্র জ্ঞান ধর্ম্ম কিছুই দেয় না। তিনি স্বয়ং হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম এবং শান্তি বিতরণ করেন। বাহির হইতে কোন শান্তি সান্ত্বনা আশীর্ব্বাদ আসে না; শরীরের অন্নবস্ত্রও বাহির হইতে আসে না। তিনিই অন্ন দাতা, তিনিই মুক্তিদাতা, তিনিই শান্তিদাতা। পূর্ব্বে মনে করিতাম পৃথিবী নানা প্রকার প্রবঞ্চনা দুঃখ যন্ত্রণা এবং অসারতায় পরিপূর্ণ; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে কোন প্রকার অসারতা নাই। গত বৎসর বিলক্ষণরূপে দেখাইয়াছে ধর্ম্মসমাজেও কৃত্রিম বন্ধুতা, ছলনা, মায়া থাকিতে পারে, অতএব ধর্ম্মরাজ্যেও নূতন সংস্করণের প্রয়োজন। বাহিরের লোকের উপরে নির্ভর রাখিলে প্রবঞ্চিত হইতে হয়! বাহিরে যাহা দেখিতেছি এসমুদায় মায়ার ব্যাপার। কল্য যিনি আমাকে গুরু স্বীকার করিয়া আমার পাদবন্দনা করিয়াছেন, অদ্য তিনি আমাকে বঞ্চক বলিয়া আমার মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন। বাহিরে কেবলই পরিবর্তন, চঞ্চলতা এবং অস্থিরতা। স্থির কেবল অন্তরস্থ ঈশ্বর। তিনি বলিলেন,

শরণাগত ভক্তগণ, তোমরা কেবল আমার উপর চক্ষু স্থির করিয়া রাখ। তোমরা আমার আজ্ঞাতে অসার সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছ, এই ধর্ম্মরাজ্যে আবার সংসার রচনা করিও না। আমি ভিন্ন তোমাদের আর কেহ নাই, সাবধান মনুষ্যের দয়ার উপায় নির্ভর রাখিও না। আমাকে ছাড়িয়া অন্য লোকের হৃদয়ের উপর সংসার রচনা করিলে মরিবে। আমি ভিন্ন আর কেহ তোমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে না। সকলে অস্ত্র লইয়া তোমাদিগকে বিদ্ধ করিতে আসিবে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" ফল এই এক বৎসর যে গুরুতর নাটকের অভিনয় দেখিলাম ইহাতে এই শিক্ষা পাইয়াছি, এ সংসারের কাহারও উপর আর নির্ভর করিব না। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও হৃদয়ের উপরে যে আপনার চিত্ত ও জীবনকে রাখিবে সে নিতান্ত বঞ্চিত হইবে। যে ঈশ্বরকে খর্ব্ব করিবে, যে ঈশ্বরকে ভুলিবে, যে ঈশ্বরের প্রেম মুখের আলোক দেখিতে না পাইবে, সে ঈশ্বর এবং সংসার উভয়ই হারাইবে, সে শোক করিবে, এবং ভয়ানক দুঃখ মোহে আচ্ছন্ন হইবে। ভিতরে ঈশ্বরের কৃপার প্রতি চক্ষু স্থির না রাখিয়া বাহ্যে দৃষ্টি রাখিলে নিশ্চয়ই পতন হইবে। এই জগৎ রূপ নাটকের অভিনেতা গত বর্ষে আমাদিগকে বিশেষরূপে এই শিক্ষা দিয়াছেন। তৌলদণ্ডে পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছি পৃথিবীর স্তুতি নিন্দা, প্রশংসা ঘৃণা উভয়ই সমান। পৃথিবীর সম্মান যেমন অপমানও তেমনই। সে সমুদায় অপদার্থ। ধর্ম্মরাজ্যের বাহিরে যে সংসার তাহা নিতান্ত অসার। ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের গতি নাই, যথার্থ বিচারপতি নাই, পুরস্কর্ত্তা নাই। সমুদায় ছাড়িয়া ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করিব, সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ঈশ্বরের কথা শুনিব। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করুন! যদি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকি তাহা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে বাণ বর্ষিত হইলেও আমাদের ভয় নাই। কেন না ঈশ্বর ভিন্ন আর সকলই ছায়া, সকলই মিথ্যা। কতক গুলি ছায়ার পুত্তলিকা নিন্দা করিল অথবা গৌরব প্রদান করিল এ সকলই স্বপ্ন এবং মায়া। এই গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া চিত্ত অবিচলিত রাখিতে হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাতন মায়াবাদে সত্য আছে, নতুবা এত বড় বড় জ্ঞানীরা উহার চরণতলে লুণ্ঠিত থাকিতেন না। নিন্দা অথবা প্রশংসা ইহার কিছুই সাধকের চিত্তে বিকার জন্মাইতে পারে না। তিনি জানেন সংসারের এই সকল অস্থায়ী ঘটনা, এই আছে এই নাই। এ সকলের উপরে চিত্ত নিবদ্ধ করিলে অচিরেই শোকগ্রস্ত হইতে হয়। আমরা যাহাকে দুঃখ, নিন্দা, শোক, ঘৃণা, আক্রমণ, অথবা নির্যাতন বলি তাহার প্রত্যেক ঘটনা আমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হইতেছে। এ সকল পরীক্ষাগ্নির মধ্য হইতে আত্মা উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় হইয়া বাহির হইয়া আইসে। অগ্নির তাপের অনেক প্রয়োজন। ধর্ম্মরাজ্যে যদি এই অগ্নি প্রজ্বলিত না হইত তাহা হইলে সাধকদিগের হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্য সংসাধিত হইত না। পরীক্ষাতে আত্মার চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। আক্রমণে সাধুদিগের আশা এবং উৎসাহ আরও প্রদীপ্ত হয়। মনুষ্যের শত্রুতা দেখিয়া তাঁহারা ঈষদ্ধাস্য করেন। লোকে বলিল ঘোরতর নির্যাতন; কিন্তু তাহার মধ্যে ঈশ্বরের সাধক শান্ত ভাবে বসিয়া হাসিতেছেন। সুতরাং বাহিরের এ সকল আন্দোলনকে মায়া না বলিয়া আর কি বলিব? অতএব বাহিরে যতই কেন পরীক্ষার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠুক না তাহাতে আমাদের আশা উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইবে। যাহা ভিতর হইতে, কল্যাণময়ের হস্ত হইতে আসিতেছে তাহাই সত্য। যে পরিমাণে তাঁহার হস্ত হইতে স্বর্গীয় বস্তু লাভ করিয়াছি সেই পরিমাণে কৃতার্থ হইয়াছি। ঈশ্বর অভ্যন্তরে থাকিয়া বাহিরের গুরু আচার্য্যদিগের রসনা দ্বারা তাঁহার আপনার ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার নাটক গ্রন্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। যাঁহারা বুঝিতেছেন তাঁহারা ধন্য!

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে টাউনহলে "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন" বিষয়ে শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয়ের সাংবৎসরিক ইংরেজী বক্তৃতা হয়। হলটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং সকলে অতি উৎসুক অন্তঃকরণে স্থির শান্তভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। বক্তৃতার ওজস্বিতা, তেজ এবং বলে সকলে অভিভূত হইয়াছিলেন, একটি নিঃশ্বাসও তদ্বিরুদ্ধে নিপতিত হয় নাই। তাদৃশ বক্তৃতার সারাংশ ভাষান্তরে সঙ্কলন সহজ ব্যাপার নহে, সঙ্কলন করিলেও তাহার ওজস্বিতা রক্ষা দুর্ঘট। তথাপি আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিলাম।

স্বদেশবাসী বন্ধুগণ, ভারতবর্ষ আমাকে বারম্বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, "তুমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন"? ইহা অস্থির চিত্তের কথা এবং একটি ব্যক্তিগত চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত, সুতরাং মনোযোগের অযোগ্য, সময়ে চলিয়া যাইবে, এইরূপ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৎসরের পর বৎসর এই প্রশ্ন এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অবশেষে ব্যক্তিগত হইতে ইহা একটি ভয়ানক জাতিসাধারণ সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। কেবল তাহা নহে, এক সময় যাহা চিন্তায় বদ্ধ ছিল, পরে তাহা

কার্য্যতঃ প্রতিবাদের আকার ধারণ করিয়া আমার স্বদেশের এবং ধর্ম্মসমাজের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এত দূর যদি হইল, তবে এখন আর মৌনাবলম্বন যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। এ বিষয়ে কিছু বলিতে আমি বাধ্য, কিন্তু আমি অনিচ্ছার সহিত ইহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি, কেননা জীবনের অতি প্রিয় এবং মূল্যবান্ মত সকল সহজে কে প্রকাশ করিতে চায়? নানা ভাবের লোকের সম্মুখে কে আপনার অধ্যাত্মজীবনের মূল প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছা করে? কোন ব্যক্তির চরিত্রপরিচালক মূল মন্ত্র সকল কি তাহার পক্ষে অত্যন্ত প্রিয় এবং পবিত্র নহে? কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে আমি সমস্ত প্রতিবন্ধক দমন করিব। গাম্ভীর্য্যের সহিত এই গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। আমি কি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ মনে করি? ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে ব্যক্তির কার্য্য এবং মত বহু দিন হইতে সাধারণ্যে প্রচারিত আছে তাহার ধর্ম্ম এবং চরিত্র ঈদৃশ নিষ্ঠুররূপে ব্যাখ্যাত হয়। আমি কি সকলের অভিগম্য নহি? আমার স্বভাব চরিত্র কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইতে পারে না? আমার ধর্ম্মশাস্ত্র কি একটি গুপ্ত বিষয়? আমার ধর্ম্মমত কি একটি প্রহেলিকা না রহস্য? আমি কে, কি প্রকারের লোক ইহা বুঝা কি সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে? অবশ্য আমার নিজের বিশেষ ভাব আছে এবং অন্যের মত আমি নহি। বিশেষ ভাব থাকাতে এই দণ্ড আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে। আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, অদ্য আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এখানে আসি নাই। আমার আন্তরিক ভাব কি তাহা বুঝাইবার জন্য কেবল আমি আমার অন্তরকে উদ্ঘাটন করিব। আমার ইদানীন্তন ব্যবহার চরিত্রের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি অগ্রসর হইতেছি না। ঈশ্বর ভিন্ন বিচার করিবার কাহারো অধিকার নাই। তোমরা যে আমাকে অপরাধী কিম্বা নিরপরাধী করিবে ইহা সম্ভব নহে। ফল যাহা হইবার হইবে, অদ্য আমি সাধারণসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয়ে সরল হৃদয়ে মনের সত্য কথা বলিব। আমি আমার বিষয়ে কি ভাবি তাহা তোমাদিগকে আজ বলিব। ইহাদ্বারা আন্দোলিত বিষয়ের উপর নূতন আলোক প্রদান করিতে আমি কত দূর সক্ষম হইব তাহা জানি না। বিলক্ষণ সম্ভব যে, আমি যাহা বলিব তাহা দ্বারা আমার নিন্দা অখ্যাতি আরও সমুজ্জ্বলিত হইবে, আমার প্রতি সাধারণের বীতরাগ বাড়িবে। পরিষ্কার করিতে গিয়া হয়ত আমি এ বিষয়টিকে আরও জটিল এবং অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলিব। ফল ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইলাম। তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

আমি কি, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমি কি নই তাহা বলা কর্ত্তব্য। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষের সম্মান আছে, তাঁহারা এক অর্থে মধ্যবর্ত্তী এবং পরিত্রাতা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা অবতার হউন, বা গুরুই হউন, ঈশ্বরপ্রেরিত পাপীর সহায় বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে এরূপ মান্য করে যাহা অন্যকে করে না। তাঁহারা পবিত্র চরিত্র মুক্ত পুরুষ, অসাধারণ পবিত্রতার গুণেই তাঁহারা লোকপূজ্য হয়েন, নতুবা হইতে পারেন না। আমি কি তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য? অতি সংক্ষেপে ইহার উত্তর এই, আমি পবিত্র নহি। অপবিত্রতা আমার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অস্থি ও শোণিতের ভিতরে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে পাপ দুর্ব্বাসনা অবস্থিতি করিতেছে। অতএব সহজেই সিদ্ধান্ত হইল, যে এ ব্যক্তির জীবনে নিষ্কলঙ্কতা নাই, সুতরাং এ কখন ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষের প্রাপ্য সম্মান পাইতে পারে না। বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, উৎসাহী দেশহিতৈষী হইলেও এই উচ্চ পদে কেহ আরোহণ করিতে সক্ষম হয় না। তবে প্রাগুক্ত প্রশ্ন এই খানেই মীমাংসা হইয়া গেল। মুক্ত না হইলে কেহ অন্যকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। নিজে অন্ধ হইয়া কি আমি অপরকে পথ দেখাইতে পারি? তাহা অসম্ভব। ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষ হওয়া দূরে থাকুক, আমি তাঁহাদের সাহায্যের ভিখারী। অন্যের ন্যায় আমিও তাঁহাদিগের পদতলে বসিয়া পুণ্য পবিত্রতা যাচ্ঞা করি। প্রেরিতেরা ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদ করুণার ভিতর দিয়া যে শিক্ষা দেন তাহা আমি পাইতে অভিলাষী। পুনরায় আমি বলিতেছি, প্রশ্ন মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, আমি পাপীদের মধ্যে পরিগণিত, পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মধ্যে নহি। আমি যে মুক্ত নই এ কথা কে বলিল? আমার বিবেক এবং আত্মজ্ঞান বলিতেছে। একটু ক্ষান্ত হও, কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এ সকল বিনয় ও লজ্জাশীলতার কথায় তোমার প্রতিষ্ঠিত মস্তককে আরও উজ্জ্বল করিবে। তোমার শীলতা এবং বিনয় প্রকাশ দ্বারা তোমাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ করিল। আমি সেরূপ ভাবান্ধ নহি। স্বপ্ন কল্পনায় আমি থাকি না, ধর্ম্মের স্বপ্ন আমি কখন দেখি নাই। এ সকল প্রকৃত কথা। আমার হৃদয়ে সমস্ত পাপের মূল আছে, স্বচক্ষে তাহা আমি দেখিতেছি। তাহাদের নাম করিব কি? অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, রাগ, অকৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা, মিথ্যা, জাল, প্রবঞ্চনা, নরহত্যা। তোমাদিগকে যেমন স্পষ্ট দেখিতেছি,এই সকল পাপের মূল নিজ জীবনে আমি তেমনি দেখিতেছি। যখন আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে যাই তখন এই সমস্ত ভয়ানক পাপ দর্শন করি। যদিও কাজেতে আমি এ সকল পাপ করি না, কিন্তু তাহাতে কি? পাপকর্ম্ম অনুসারে পাপীর বিচার হয় না, তাহার পাপবাসনানুসারে হইয়া থাকে; যে পাপ সে করিতে

সক্ষম তাহা ধরিয়াই বিচার হইবে। পাপের উৎপত্তি স্থান হস্ত নহে, কিন্তু হৃদয়। তবে আর আমাকে কেহ বলিও না যে এ ব্যক্তি পবিত্র, ইহা দ্বারা ভারত উদ্ধার হইবে। সে কার্য্য আমার নহে, আমার নিয়তি তাহা নহে। স্বর্গীয় সাধুদিগের মধ্যে আমি এক জন, ইহা ভাবিলেও মন কম্পিত হয়। ঈশার পাদুকাবন্ধন বিমুক্ত করিবার উপযুক্ত আমি নহি, এ কথাও আমি বলিতে পারি না, কারণ তাহা হইলে আমি জনদি ব্যাপ্টিষ্টের সমান হইয়া যাই। জনের পাদুকাবন্ধন উন্মোচনের উপযুক্ত নহি এরূপ কথা বলিবারও যোগ্যতা আমার নাই। লুথার, জন্ নক্স, নানক, কবীর ইহাঁদের সম্বন্ধেও আমি এ কথা বলিতে অপারগ। সত্য সত্য আমি এক জন সামান্য সাধুরও চর্ম্মপাদুকা স্পর্শ করিবার অনুপযুক্ত। এই স্থান আমার দাঁড়াইবার স্থান, আমার চরিত্র এবং আমাকে এখন বিচার কর। অতি পরিষ্কার সত্য কথা আমি বলিলাম। এখন দেখ বঙ্গের কল্পিত ভবিষ্যদ্বক্তা কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

আমি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষ না হইলাম, তবে আমি কি? অন্যান্য লোক যেরূপ আমি সেরূপ নহি, আমি এক জন অদ্ভুত রকমের লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক মন খুলিয়া আমি এ কথা বলিতেছি। আমার বিশ্বাস এবং চরিত্রের অসাধারণতা আমি অবগত আছি। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় আমার এই বিশেষ ভাব দেখা দিয়াছে। সেই সময় আমি আমিষ ভক্ষণ পরিত্যাগ করি। যদিও ইহা যৎ সামান্য বিষয়, কিন্তু একটি গুরুতর পরিবর্ত্তনের অবস্থা। বৈরাগ্য, বিরক্তি, সহজ বিশ্বাস এবং সারল্য আমার জীবনের নিয়তি। ঐশী প্রভা আমাকে ভোগ বিলাস হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিয়াছিল, পরে ক্রমশঃ সেই দেবপ্রভাব আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিসের দ্বারা আমি এত অল্প বয়সে অদ্ভুত ভাবাপন্ন হইলাম? তৎকালে বিধাতা আমাকে তিন জন অদ্ভুত ব্যক্তির সম্মুখীন করেন। তাঁহারা আমার প্রথম পরিচিত। জীবনপথে বিচরণ করিতে করিতে এই গৌরবশালী স্বর্গীয় মহিমান্বিত তিনটি দেবাত্মার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কে তাঁহারা?—এক জন যাঁহার নাম জন্ দি ব্যাপ্টিষ্ট, জুডিয়া দেশের অরণ্যমধ্যে যিনি "অনুতাপ কর স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী" এই কথা প্রচার করেন। আমার বোধ হইয়াছিল ঐ কথা গুলি তিনি যেন আমাকেই বলিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে আমার চিত্ত উত্তেজিত হয়। জনের পদতলে বসিয়া আমি অনুতাপ শিক্ষা করিলাম। ঈশ্বর তাঁহাকে আমার মঙ্গলের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তদনন্তর আর এক জন মহাপুরুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তাঁহার নাম ঈশা। তিনি উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে এই শিক্ষা দিলেন যে, "কল্যকার জন্য ভাবিও না।" চির দিনের জন্য এই উপদেশ আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। ঈশার উপদেশ শেষ হইতে না হইতে মহাত্মা পল্ আসিয়া বলিলেন, "বিবাহিত ব্যক্তি মনে করুক যেন তাহার স্ত্রী নাই।" এই কথা কয়েকটি জলন্ত বহ্নির ন্যায় আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সে সময় আমি বিবাহ করিতে উদ্যত কি করিয়াছি এমনি অবস্থা। পলের উপদেশে আমার এই সংস্কার জন্মিল যে, বিবাহই সাংসারিকতার দ্বার, কেন না বিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য পার্থিব বিষয়ে মগ্ন থাকে, স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করে না। অতএব তাহাদের উচিত যে তাহারা সংসার অপেক্ষা ঈশ্বরকে সর্ব্বোপরি ভাল বাসে, কদাচ ইন্দ্রিয়সেবা এবং সংসারাসক্তিতে নিমগ্ন না হয়। বৈরাগ্যের ভাব লইয়া আমি সংসারে প্রবেশ করি এবং নবপরিণয়সুখ ঈশ্বরের গৃহে সম্ভোগ করি। সেই সময় হইতেই আমার প্রতিজ্ঞা হয় যে, কোন কালে আমি সংসারে ডুবিব না। পৃথিবীর মোহ প্রলোভন আমার নিকট ঘৃণিত ছিল। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি প্রার্থনা করিতাম। ঈশ্বর আমাকে বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক জীব করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন। এইরূপে উক্ত তিন মহাত্মা দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিয়া তিনি আমাকে অধ্যাত্ম জগতে আনিলেন এবং বৈরাগী করিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, "আমি তোমার সর্ব্বস্ব, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর।" "আমি আছি" এই আশ্চর্য্য ঈশ্বর আমার নিকট প্রকাশ পাইলেন। এরূপ শিক্ষা পাওয়া এবং প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা আমার অভ্যাস ছিল না। তোমরা সকলেই এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, আমিও করিয়া থাকি, কিন্তু আমার ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম এক নূতন রকমের; কারণ তোমাদের ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিস্তৃত বিধি ব্যবস্থাতেও তোমাদের বিশ্বাস আছে। ঈশ্বর আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন যে তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, শাস্ত্র বিধি মত কিছুই নহে, তাঁহার চিরস্থায়ী প্রত্যাদেশের স্রোতই আমার সর্ব্বস্ব। তিনি আমার সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়াছেন। স্বদেশের নিকট, আমার ধর্ম্মসমাজের নিকট, ঈশ্বর কৃপার নিকট এই তিন জায়গায় আমি আমার স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছি, স্বাধীনচেতা লোকের ন্যায় ভাবনা চিন্তা করিবার আমার অধিকার নাই। নিজের স্বতন্ত্র জীবন, নিজের ধর্ম্মমত আমার ছিল না, আমি তাঁহার বন্দীভূত দাস হইয়া তাঁহার চরণতলে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। কিছু দিন পর্য্যন্ত আমার মুখে হাসি ছিল না। ঈশ্বর আমাকে কেশে ধরিয়া দুঃখগহ্বরে নিক্ষেপ করেন। তৎকালে শিক্ষা ও সৎপরামর্শ দিবার আমার কেহ ছিল না, কেবল প্রার্থনা এবং বিশ্বাস একমাত্র সম্বল ছিল। কিছু দিন ক্রন্দনের পর ঈশ্বর আমাকে আশাবাক্য শুনাইলেন। তিনি স্বর্গের সত্য এবং আনন্দ দিবেন বলিলেন কেবল তাহা নহে, সাংসা-

রিক অভাব বিমোচনেরও অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার কথা অনুসারে আমি একমাত্র তাঁহাকেই চাহিয়াছি, কিন্তু শেষে দেখিলাম যে তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই প্রদান করিলেন। এই আশ্চর্য্য ঈশ্বরে আশ্চর্য্য বিশ্বাস আমাকে দিন দিন তাঁহার নিকটবর্ত্তী এবং সংসার হইতে দূরবর্ত্তী করিতেছে। মাস বৎসর চলিয়া গেল, ক্রমে আমার দুঃখ ভাবনা সুখ আনন্দে পরিণত হইল। ঈশ্বর আমার চক্ষের জল মোচন করিয়া আমাকে সুখী করিলেন। মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের জঙ্গল হইতে আমি আমার ঠাকুরকে উন্মুক্ত করিয়া লইয়া আমি তাঁহাকে বিশ্বাসনেত্রের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ স্থাপন করিয়াছি, তিনি আমার পথদর্শক। তাঁহারই নিকট আমি প্রার্থনা করিয়াছি, এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, পুস্তক পড়িয়া শিখি নাই। কেহ কেহ মনে করেন আমি জ্ঞানী এবং ধনী; কিন্তু তাঁহারা যথার্থ কথা জানেন না। আমি ধনীও নহি, জ্ঞানীও নহি, পবিত্র চরিত্র নহি তাহাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার জ্ঞান ও ধনের দরিদ্রতা বাহিরের আড়ম্বরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে আমার কুটীর বিদ্যমান, এবং কোনরূপে আমার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হয়। বাহিরে দেখিলে আমাকে এক জন ধনীর ন্যায় মনে হইতে পারে। ভাবের উত্তেজনা না হইলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু উত্তেজিত হইলে আমার মুখে তোমরা জ্বলন্ত বাক্য শুনিতে পাইবে। তখন আমি পরাক্রমের সহিত অসত্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ সকলকে চূর্ণ করিতে পারি। ঈশ্বর আমাকে যে ভাবে রাখেন সেই ভাবে থাকিতে আমি বাধ্য, ধৈর্য্যের সহিত আমি সমস্ত বহন করিব। ঈশ্বর যদি আমাকে সহস্র বীর সেনায় পরিবেষ্টিত করেন, আমি সত্যসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য তাহাদিগকে আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে নির্ভয়ে পরিচালিত করিব। ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেই হইবে। আমি দরিদ্র হই বা ধনী হই সে জন্য ভাবি না। আমি দরিদ্রও নই, ধনীও নই, আমি জ্ঞানী লোকও নই। যে তিন শত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে দুই খানি পুস্তক পড়ে কি না সন্দেহ, এমন লোক কিরূপে জ্ঞানী হইতে পারে? অথচ আমি পড়িয়া থাকি, পূর্ব্ব বা পশ্চিম দেশের গ্রন্থ আমি পড়ি না, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বৃহদ্‌গ্রন্থ যে মানবস্বভাব তাহা আমার সম্মুখে সর্ব্বদাই উদ্‌ঘাটিত আছে। ইহা লাভজনক হৃদয়গ্রাহী পুস্তক। ইহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় আমি পড়িয়াছি, তথাপি ঈশ্বরের অনিঃশেষিত গ্রন্থ সাঙ্গ হইল না, চিরদিন ইহাতে নূতনত্ব দেখিতেছি। এই পবিত্র গ্রন্থের অধ্যায় সকল আরও আলোচনা করিতে হইবে এবং আমার স্বর্গীয় শিক্ষক সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। এইজন্য বলিতেছি আমি জ্ঞানবান্ কিন্তু আমি জ্ঞানী নহি। আমি কি বক্তা? বক্তৃতা করিতে আমি শিখি নাই। আমার বন্য অশিক্ষিত বাগ্মিতা আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাস ভিন্ন কিছুই নহে। উত্তেজিত হইলে আমি বলিতে পারি, অন্যথা ব্যাকরণহীন অর্থহীন দরিদ্র ভাষা শ্রবণে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে। নিজের বল ক্ষমতায় আমি কিছু বলিতে পারি না। আমার কথিত জ্বলন্ত সত্য বাক্য সকল যদি আমার হয় তবে আমি প্রবঞ্চক। ঈশ্বর যদি আমার রসনায় অধিষ্ঠিত হইয়া কোন কথা বলান তাহার জন্য তিনি ধন্য! সে সময় আমি অগ্নির ন্যায় হইয়া বাগ্মিতার সহিত বলি কেবল তাহা নহে, নির্ম্মল জ্ঞান এবং সত্য কথা বলিয়া থাকি। নিজের ক্ষমতায় এরূপ বলিতে পারি না। যাহা বলিলাম ইহাতে বিশ্বাস কর, সত্য বলিতেছি। সত্য ভিন্ন আর কিছু বলিতেছি না। আমি কথা বলিতেছি, অথচ বলিতেছি না। আমি কিছুই নই। স্থানচ্যুত হইলে আমি সামান্য কথা কহিতে এবং চিঠিতে লিখিতেও ভুলিয়া যাই, কিন্তু আমাকে স্বর্গের আলোক এবং প্রত্যাদেশ দাও তখন দেখিবে, আমি এমন পরাক্রমের সহিত বলিব যাহা পৃথিবী পরাজয় করিতে পারিবে না। যাহা জ্ঞানীদিগের নিকট অব্যক্ত, সামান্য শিশুদের নিকট তাহা প্রকাশিত হয়। অতএব আমি বালকের ন্যায় সরল মনে তাঁহাতে নির্ভর ও বিশ্বাস করিয়া তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে চাই। আমি জ্ঞানী নই, ধনী নই, পবিত্র নই, অথচ যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা আমার আছে—আমার বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসই অন্ন জল, জ্ঞান বিজ্ঞান আনন্দে পরিণত হয়। বিশ্বাসবিজ্ঞানের নিকট মহা পণ্ডিত লজ্জায় মুখ আবৃত করে। এই বিশ্বাস ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায় এবং এই অপবিত্র সংসার হইতে সত্য এবং পবিত্রতা উৎপাদন করে। এই টাউন হল্ এখন কেমন আলোকময় হইয়াছে! ইহার প্রত্যেক দীপের মধ্যে মনুষ্য ঈশ্বরের উজ্জ্বল বর্ত্তমানতা দেখিতে পায়। আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি বলিয়া তাহা দেখি না। বিশ্বাস সর্ব্বত্র ঈশ্বরময় দর্শন করে। তবে কি আমি অদ্বৈতবাদী? হাঁ ভাবেতে তাহাই বটে, যদিও মতকে আমি ঘৃণা করি। এরূপ ভাবের অদ্বৈতবাদকে আমি উৎসাহ দান করি। ভক্ত প্রহ্লাদ কি বলেন নাই আমার হরি এই স্তম্ভের মধ্যে আছেন? কথিত আছে ঈশ্বর স্তম্ভ ভেদ করিয়া তাঁহাকে দেখা দেন। তিনি যদি সর্ব্বব্যাপী এবং নিকটস্থ দেবতা না হন তবে ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমি তাঁহাকে এইখানেই দেখিতে চাই। পরিহাসের কথা নহে। স্বপ্ন ও কুটিল তর্ক আমাকে সাহায্য করিতে পারে না। তাঁহাকে কি আমি মেঘের মধ্যে অন্বেষণ করিতে যাইব, না হিমাচলে অনুসন্ধান করিব? দুঃখী পাপীর পক্ষে ইহা অসম্ভব? তিনি স্বয়ং পাপীর কুটীরে আসিয়া থাকেন। তিনি পাপীকে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে

পরিত্রাণ দেন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এ সত্যে আমি বিশ্বাস করি এবং ইহাকে কার্য্যে ব্যবহার করি। ইহাতে কি আমার দোষ আছে? বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মযাজক সকলেইবলে ঈশ্বর সকল স্থানে আছেন, কেন আমি তবে তাঁহাকে দেখিব না? অনুপস্থিত ঈশ্বর আমি মানি না। এইরূপে তাঁহাকে দেখিয়া একদা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি উপায়ে আমার সংসার চলিবে? ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে তিনি উত্তর দিলেন "বিষয় কার্য্য সমস্ত পরিত্যাগ কর।" আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, তাহা হইলে যে অনাহারে আমার পরিবার মারা পড়িবে? "অবিশ্বাসীর ন্যায় কথা কহিও না" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার উত্তর দিলেন। আমি লজ্জিত হইলাম। "আর আর সমস্ত তোমাকে দেওয়া হইবে" এই অঙ্গীকৃত আশাবাক্য দৃঢ়রূপে আমি ধরিলাম। অচিরে ইহার প্রতি কথায় কথায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। এ সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষবাদী। জ্যামিতি এবং অঙ্ক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের ন্যায় প্রত ক্ষ প্রমাণ না পাইলে আমি সে ধর্ম্ম গ্রাহ্য করি না। ঈশ্বর দর্শন এবং শ্রবণ প্রত্যক্ষের ব্যাপার। "ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন" ইহাই আমার ধর্ম্মশাস্ত্র। ঈশ্বর বাক্য ভিন্ন কোন নীতি নাই। কিন্তু তাঁহার মুখের কথা আমি বুঝিলাম কিরূপে? বিশেষ স্বরসংযোগে। যাহারা তাহা শুনিয়াছে তাহারা একবারেই সে স্বর চিনিতে পারে। ছয় আট দশবার আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি। যখন তিনি বলেন "সকলের নিকট এই সত্য প্রচার কর" তখন ইহা ভূত, কল্পনা বা বিকৃত বুদ্ধির কথা কি না এরূপ আর মনে কোন সন্দেহ হয় না। অনেক দিন হইল তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম হইতে আজ্ঞা দেন এবং বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কল্যকার জন্য ভাবিতে নিষেধ করেন। এই সব কথা তিনি বারবার আমাকে বলিয়াছেন আমি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। আমি প্রত্যক্ষপ্রমাণদর্শনে বড় অনুরাগী। স্বয়ং ঈশ্বর যত ক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সত্য প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করিয়া না দেন তত ক্ষণ সে সত্যে তোমরা বিশ্বাস করিও না। তিনি তোমাদিগকে ঈশা পল ও জনের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিবেন। ইতিহাসের বিষয় বলিয়া নহে; যাহাতে মৃতদিগের অস্থি থাকে সে ইতিহাসকে আমি ঘৃণা করি। কোন শূন্য কাল্পনিক মনোবিকারের ভাব নহে, কিন্তু ঈশার আত্মা আমার নিকট আসিয়াছিলেন। ঐ তিনজন আমার নিকট বাইবেল্ ইতিহাসোল্লিখিত ব্যক্তি ছিলেন না। কারণ অক্ষরে জীবন দিতে পারে না, পবিত্রাত্মা ঈশ্বর দ্বারা তাঁহারা জীবন্তরূপে আমার অন্তরে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। এ সকল প্রমাণ পাইয়া ঈশ্বরকে যদি দেখিতে শুনিতে অভিলাষী হও তবে প্রার্থনা কর। আমি আশা করি ভবিষ্যতে আমি আরও পরিষ্কাররূপে দেখিব এবং শুনিব। সময় হইলে তোমাদের নিকটও তাহা সমস্ত প্রকাশিত হইবে, দেববাণী শুনিয়া বুদ্ধি চরিতার্থ হইবে, ভ্রম সন্দেহ দূরে যাইবে। এ বিষয়ে আমি উৎসাহিত এবং সন্তুষ্ট হইয়াছি; আহ্লাদিত ও অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভাবুকতার ভাব আমাতে আছে, কিন্তু ভাবুকতার ধর্ম্মশাস্ত্র আমি মানি না। যদিও আমি উনবিংশ শতাব্দীর লোক তথাপি যোগ ধ্যান সমাধির প্রস্রবণের বারি পান করিবার জন্য আমি প্রাচীন কালের মধ্যে প্রবেশ করি। আমি প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের নিকট ধ্যান শিক্ষা করিতে যাই এবং অন্তর দ্বার বন্ধ করিয়া নিজ আত্মার গভীর স্থানে অবতরণ করি। নিঃস্তব্ধ অন্ধকারময় স্থান, কোন পার্থিব বস্তু তথায় নয়নগোচর হয় না, আমার প্রার্থনাশীল হৃদয় সেখানে গিয়া সেই পাপীর বন্ধু পরম প্রভুর বক্ষঃস্থলে শয়ন করে। আহা! স্বর্গীয় সমাধির কি মহোল্লাস! সেই ভাবতরঙ্গের মধ্যে পৃথিবী এবং আত্মা বিলীন হইয়া যায়। এই ভাবুকতা পরিহারের জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু স্বর্গভোগ কি আমি পরিত্যাগ করিতে পারি? জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমি এইরূপ ভাবুক থাকিব। ঈশ্বর দর্শন যদি ভাবুকতা হয় তবে আমি ভাবুক হইতে চাই।

অনন্তর বলিতেছি আমি বৈজ্ঞানিক। প্রাকৃতিক, মানসিক ও নীতি বিষয়ের ঘটনা সকল যদ্দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় সে বিজ্ঞান আমার প্রিয়। হাক্সলে, ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিত সকল বিশ্বের সম্পৎ বিকাশ করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমি সম্মান করি। স্রষ্টার আশ্চর্য্য মহিমা তাঁহারা দেখাইয়া যাউন। তাঁহারা আমার কার্য্যের, পৃথিবীর পরিত্রাণের, সহায়তা করিতেছেন, অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেছেন। ঈশ্বর সামান্য কার্য্য হইতে মহৎ ফল উৎপাদন করেন। আমার সমাজ যদি বিজ্ঞানবিরোধী হয় তবে উহা এবং জীবন ও ধর্ম্ম সমস্ত বিনষ্ট হউক, আমার প্রার্থনা ধ্যান উপাসনা বৈরাগ্য সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যাউক যদি এ সকল অনুষ্ঠান স্বভাবের শত্রু হয়। যিনি চিরকাল প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান প্রেম শক্তি প্রদর্শন করিতেছেন তিনি আমার ঈশ্বর। যাবতীয় বিজ্ঞানই ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মই বিজ্ঞান, প্রার্থনা এবং প্রত্যাদেশের মধ্যে যেমন বিজ্ঞান, বাষ্পীয় যন্ত্র, তাড়িত তার, অনুবীক্ষণ এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে তেমনি বিজ্ঞান আছে। অতএব অদ্বৈতবাদ, ভাবুকতা, প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞান, এসিয়া এবং ইয়োরোপের ভাব সমস্ত আমাতে আছে। ইউরোপের ভাব আমাতে আছে বটে; কিন্তু আমি এসিয়ার লোক, সুতরাং যত দূর পারি আমি ধ্যান যোগ সমাধিতে উৎসাহ দান করিব। তোমরা হয়ত বলিবে তাহা হইলে সামঞ্জস্য রক্ষা হইল না, কেবল প্রার্থনা আর ধ্যান, কাজ

কিছুই নাই। কিন্তু আমি বলিতেছি সামঞ্জস্য আছে। আমি কি কাজের লোক নই? ইংরাজের ন্যায় আমার কার্য্যানুরাগ। আমার ধর্ম্ম ভাবান্ধতা কল্পনা কর্ম্মহীনতা এবং স্বপ্ন দেখার ধর্ম্ম নয়। উৎসাহ চাও? তাহা আমাতে এবং আমার সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইংরাজ ও আমেরিকানের তেজস্বিতা ও দক্ষতা এখানে আছে। ইয়োরোপীয় ধর্ম্মসমাজের ন্যায় বীরত্ব সৎপ্রতিজ্ঞা শক্তি ও প্রতিভাতে আমার সমাজ পরিপূর্ণ। আমার সমাজ জ্ঞান-শিক্ষা, দেশসংস্কার, রাজনৈতিক উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা, সুলভ-মূল্যের সংবাদ পত্র প্রচার, বিজ্ঞান ও পার্থিব সৌভাগ্য বর্দ্ধন সকল বিষয়েরই পক্ষপাতী। প্রাচীন ভারতের বেদোপনিষৎ যোগ সমাধি নদীস্রোতের ন্যায় আমার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কেহ ইহাকে বাধা দিতে পারে না। কাজ এবং ধ্যান উভয়েরই এখানে সমন্বয় হই-য়াছে। আমি ইংরাজি স্কুল কলেজে পড়িয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াছি ইহা কি আমি ভুলিতে পারি? কাজ ভিন্ন আমি থাকিতে পারি না। স্বর্গীয় পিতার উদ্যান হইতে নানা জাতীয় পুষ্পের মধু আহরণ করা আমার নিত্য ব্রত।

আমি কি এবং আমার সমাজের অবস্থা কি তাহার প্রকৃত অবস্থা বলিলাম। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের দেশকে নবজীবন দান করিবার জন্য এই সমাজ প্রেরিত হইয়াছে।

স্বদেশীয় এবং বন্ধুগণ! যাহা কিছু আমি বলিলাম সকলই প্রামাণ্য কথা। সত্যের সঙ্গে সমস্ত সত্যের মিল আছে। আমি যদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রিয় না হই তাহা হইলে আমার অস্তিত্বই থাকে না। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন এবং সভ্যতার প্রতি আমার নির্ম্মল শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তৎসঙ্গে আমার পরম প্রিয় ভারতের প্রাচীন মহত্ব গৌর-বের প্রতি আমি বিশ্বস্ত এবং অনুগত থাকিতে চেষ্টা করিব। বিগত বিশ বৎসর হইতে আমি ঈশ্বরের এবং ভারতের পক্ষে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সকলে ক্রমাগত এইটি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে যে আমি আমার নিজের বুদ্ধি বিচার কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকি। এই বিশ্বাসানুসারে তাঁহারা সময়ে সময়ে আমার কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত ছিল যে আমার ব্রতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আর পবিত্র ও সত্যস্বরূপ সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া একই কথা। এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা গোপন করিব না, কেন না আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ কার্য্য ভারের সঙ্গে আমার জীবন একীভূত, সুতরাং প্রতিবাদ এবং বাধা আমাকে তাহা হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমার সম্বন্ধে তোমাদের যাহা বলিবার আছে বলিয়া যাও, আমার বিশেষ বিশেষ রুচি ও কার্য্যের প্রতিবাদ তোমরা করিতে পার, আমার দোষ দুর্ব্বলতা পাপ ভ্রম ভারতের সকল সংবাদ পত্রে প্রচার করিয়া দাও, আমাকে মদ্যপায়ী, লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক বলিয়া ঘোষণা কর; ঈশ্বর তাঁহার সত্য এবং আশ্রিত ভৃত্যদিগের চরিত্র রক্ষা করিবেন। তোমাদের শত্রুতার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব দেখি না, কারণ সত্য সত্যই পৃথিবীতে আমার কেহ শত্রু নাই এক জনও নাই, এ কথা আমি সজোরে বলিতেছি। যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে আমার শত্রু বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা আমারই মত বিশ্বাস প্রচার করিতেছেন, আমারই পতাকা তাঁহারা ধরিয়া আছেন। আমি তাঁহা-দের জীবন, ব্যবহার ও গতির প্রতি চাহিয়া আছি, যখন দেখি তাঁহারা আমারই আদর্শ ছাঁচে ছবি তুলিতেছেন তখন আমি মনে মনে হাসি! ইহা কৌতুকজনক বটে, কিন্তু সত্য; আমার বিরোধীরাও অজ্ঞাতসারে আমার মত অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন; ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু করিয়া দিয়াছেন। কোন গুরুতর বিসংবাদ নাই, তবু তাঁহারা আপনারা আমার শত্রুর রূপ ধারণ করিতে চাহেন। ইহা এক প্রকার মন্দ নহে। যে সকল ব্যক্তি আমার বিরোধী তাঁহারা আমার সত্য আমার নিকট গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু আমার শত্রু বলিয়া যাঁহারা জানান তাঁহাদিগের মুখে শুনিলে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিবেন। আমি যেখানে যাইতে পারি না সেখানে শত্রুদিগের দ্বারা আমার কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইবে। "আমার সত্য" এই কথা আমি বলিলাম? ইহার অর্থ, ঈশ্বর আমার জীবনে যে মূল সত্য প্রকাশ করিয়া তাহা প্রচারের ভার আমাকে দিয়াছেন, ইহাকেই আমি আমার সত্য বলি, প্রচলিত অর্থে "আমার" সত্য নহে। "আমার" বলিবার আমার কিছুই নাই। ঈশ্বরের সত্য যদি আমি প্রচার করিয়া থাকি, তবে তাহা তোমাদের হৃদয়ে ভারতের জাতীয় ভাবের মধ্যে স্থানাধিকার করিয়াছে, কখন সম্ভব নয় যে তোমরা তাহা উন্মূলিত করিতে পারিবে। আমার প্রচারিত সত্য ধীর গতিতে অল্পে অল্পে নিঃশব্দে অলক্ষিত ভাবে শিক্ষিত ভারত সন্তানগণের মধ্যে বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে, মানুষ জানে না কি রূপে ইহা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এত সভ্যতার মধ্যেও এ দেশের যুবক দলের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যদি কাড়িয়া লও, তাহা হইলে অবশিষ্ট কি রহিল? কেবল সংসারিকতা আর বাহ্য সভ্যতা। মান্দ্রাজ বোম্বাই পঞ্জাব, আসাম কলিকাতা যেখানে যাও দেখিবে ক্ষুদ্র দীপা-লোকের ন্যায় কত শত মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহারা

যখন সকলে একত্রিত হইবে তখন সমস্ত ভারত আলোকময় হইয়া উঠিবে। এ ধর্ম্ম কোন প্রকার প্রচলিত ধর্ম্মভাবের বিপরীত নহে। অতি সরল নির্ম্মল ধর্ম্ম, প্রেম এবং জীবন্ত ঈশ্বরের ধর্ম্ম। বন্ধু শত্রু উভয়ের দ্বারা ইহার উন্নতি হইতেছে। বিশ বৎসর কাল আমি পরীক্ষা নির্যাতন সহ্য করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমার প্রতি তোমরা দয়ার্দ্র হও, এ ব্যক্তিকে পদ দ্বারা দলন করিও না। আমি পাপী, তথাপি ঈশ্বর কতিপয় সত্য প্রচারের ভার আমাকে দিয়াছেন। যত দিন বাঁচিব নিশ্চয়ই এই কার্য্য করিব। ঈশ্বর দত্ত ভার অস্বীকার করা আমার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা। এ সম্বন্ধে আমি কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই ইহা আমার বিশ্বাস। আমার ধর্ম্ম আমি আত্ম ব্যবহারের অবিরোধে পালন করিয়া আসিতেছি। ঈশ্বর জানেন যথাসাধ্য তাঁহার কার্য্যভার আমি পালন করিয়াছি। আমার চারিদিগের লোকসকল কেমন স্বাধীন ভাবে নিজ অধিকার ও মত রক্ষা করেন। কিন্তু সত্য প্রচারসম্বন্ধে আমার স্বাধীনতা দায়িত্ব কিছু নাই। টাউনহলের এই প্রকাণ্ড সভার মধ্যে এ কথা আমি নির্ভয়ে বলিতেছি। ঈশ্বরের আদেশে যাহা কিছু আমি করিয়াছি নিশ্চয় তজ্জন্য আমি দোষী নহি। স্বদেশের হিতের জন্য তিনি যাহা আমা দ্বারা করাইয়াছেন তাহাতে যদি কিছু দোষ থাকে সে দোষ তাঁহার! তাঁহার আজ্ঞায় আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি এবং যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন সে প্রকার কার্য্য দশ হাজার বার করিব! স্বর্গীয় পিতার নিকট যখন কোন পাপী শিশু বালকের ন্যায় সরল মনে এইরূপ প্রার্থনা করে, "প্রভু রক্ষা কর" তখন কি তিনি তাহার পাপ তাপ দেখিয়া পরিহাস করিবেন? সন্তান অন্ন চাহিলে কি তিনি প্রস্তর খণ্ড দিবেন? যদি বল এ সকল তোমার কার্য্য তাঁহার নহে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি কখন না! উচ্চ আমি এবং নীচ আমির প্রভেদ কোথায় তাহা আমি জানি। তোমরা আমার পাপকে ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বরে জীবিত আমার উচ্চ আমিকে তোমরা বাধা দিতে পারিবে না। আমার ধর্ম্মকার্য্য কেহ বন্ধ রাখিতে পারে না, কারণ তাহা ঈশ্বরের। তোমরা বিদ্যালয়, দাতব্যসভা, ধর্ম্মসভা স্থাপন কর, তোমাদের যেমন বিশেষ কার্য্য আছে আমারও তেমনি আছে। যদি নিজেদের সম্বন্ধে এ কথা বিশ্বাস কর তবে আমাকেও সে বিষয়ে মনে একটু স্থান দাও। আমি ইতঃপূর্ব্বেই সেখানে গিয়া বসিয়া আছি, আর তোমরা আমাকে তাড়াইতে পার না। কেন না বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তোমরা আমার নিকট আছ এখন আর দেশান্তরিত করিতে পার না। আমি তোমাদের শিরা ধমনী, এবং হৃদয়ের ভালবাসা ও সহানুভূতি ধরিয়া বসিয়া আছি। সেখানে আমি দয়াময় প্রেমময় ঈশ্বরের সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছি, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

ভদ্র মহোদয়গণ! অদ্য আমি নিজের কথাই অনেক বলিলাম, এ জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কেবল সাধারণমতের পেষণে নিজ চরিত্রের বিষয় বলিতে আমাকে বাধ্য করিল। তুমি কি ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষ? না। নূতন বিধ লোক? হাঁ। তোমরা কি আমার নিকট হইতে প্রিয় ভারতকে কাড়িয়া লইতে পার? তাহা অসম্ভব। আমার স্থান আমি পাইয়াছি। আমার নির্ভীক পরীক্ষোত্তীর্ণ সহযোগীদিগের সহিত আমি সত্যের দুর্গ ধরিয়া থাকিব, ছাড়িয়া দিব না। ঈশ্বর! আমি কি ইহা ছাড়িতে পারি? ভারতকে পরিত্যাগ করিয়া কি আমি বাঁচিতে পারি? পারি না। তাহা হইলে আমার সমস্ত শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইবে। পিতার সেবা ভিন্ন অন্য স্বতন্ত্র জীবন আমার নাই। অন্য কোন বিষয় কর্ম্ম বাণিজ্য ব্যবসায় আমার নাই, আমার স্ত্রী পুত্র সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মসমাজের হস্তে সমর্পিত আছে। বাধা দিয়া কি তোমারা আমাকে অবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে চাও? ঈশ্বরের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কি তোমরা তোমাদের মতে আমাকে চলিতে বল? কেশবচন্দ্র সেন তাহা পারে না, কখন করিবে না! ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি অবশ্য পালন করিব! মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের পরামর্শ অনুসরণ করিব না, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিব।

১২ মাঘ শুক্রবার বেলঘরিয়া তপোবনে বন্ধু সমাগম হয়। প্রসিদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বীয় উপস্থিতিতে সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল বিষয় বলিয়াছিলেন তাহা অতি সারবান্ এবং শিক্ষাপ্রদ।

১৩ মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর আচার্য্য মহাশয়ের ভবন কমলকুটীর হইতে সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে যে সকল পতাকা ছিল তন্মধ্যে এবার "সচ্চিদানন্দ" অঙ্কিত একটী অতিরিক্ত পতাকা ছিল। মৃদঙ্গ করতাল এবং শিঙ্গার শব্দে চতুর্দ্দিক্ শব্দায়মান হইলে তন্মধ্যে সুমধুর স্বরে নিম্নলিখিত সঙ্কীর্ত্তনটি সঙ্গীত হয়।

বলরে, দয়াময় হরি, আনন্দে বদন ভরি, সব নর নারী,
আয়রে হরি নাম গুণ গান করি।

ভক্তিবিধানের এই পুণ্য সমাচার, করিলে সেবন, জীব পাবে ত্রাণ যাবে সুখ মোক্ষধাম, আহা! কি সুখের সমাচার

শুনিলাম; শুনে হ'ল প্রাণ পুলকিত, হৃৎপদ্ম বিকসিত, আশাতে আলোকিত পরিণাম; আর নাহি ভয় নাহি ভয়, বল জয় দয়াময়, পাব নিশ্চয় অভয় চরণতরী।

হৃদয় নিকুঞ্জবনে, প্রাণ বঁধুয়া সনে, করিব বিহার সবে। প্রেমবিলাসরসে, (এবার বড় সাধ আছে মনে, আশ পূরাইব হে) প্রেমময়ের সহবাসে, বিরহজ্বালা দূরে যাবে। হরিপদমকরন্দে, (ক্ষুধা নিবারিব হে,—পদারবিন্দ মধু পানে) লীলারস সুগন্ধে, মনভৃঙ্গ মাতিবে। বহিবে মলয়ানিল (সখার দরশন পবণনে) ফুটিবে প্রেমের ফুল, সুখসিন্ধু উথলিবে।

ভকত আঁখিরঞ্জন, প্রভুর প্রফুল্ল সুন্দর প্রেমানন; সেরূপ হেরি নয়নে, (অপরূপ রূপ মাধুরী হে) মগন হইব ধ্যানে, মাতিব অরূপ সুধাপানে; বাহু পসারিয়ে, ব্যাকুল হইয়ে, ধরিব সখার শ্রীচরণ; হিয়ার ভিতরে, অনুরাগ ভরে, দিব গাঢ় প্রেম আলিঙ্গন। (আবেশে বিভোর হয়ে)

কিবা ভক্তজন সঙ্গে হরি, দশ দিক্ আলো করি, আসিছেন। দেখ বন্ধুগণ; (প্রেম চন্দ্রোদয় হ'ল) আগুসারি যাই চল, গাই গীত সুমঙ্গল, আদরে করি হে বরণ; (প্রেম উপহার দিয়ে) ভক্তিকমলাসনে, বসায়ে অতি যতনে, প্রাণনাথে করি দরশন। (চল চল দিন বয়ে গেল)।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ আনন্দঘন; (মন মজিলরে,—রূপ নেহারিয়ে) এরূপ প্রেমিকের নয়নাঞ্জন। (ও ভাই এমন রূপত দেখি নাই) কিবা ভক্তসঙ্গে, (চেয়ে দেখরে, ও নগরবাসী) ভকতব দল, দেখে জনম হ'ল সফল, হরি বল। হরিনামরস মদিরা পানে, মাতিব আজ সঙ্কীর্ত্তনে। (লাজ ভয় পরিহরি) লোকে যে যা বলে যাক্ বলে, আমরা নাচি গাই হরি বলে, বাহু তুলে। (স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে রে)

যেন চিরদিন থাকি ডুবে, তব প্রেমসুধার্ণবে, ওহে দীনবন্ধু ভবকাণ্ডারী।

সর্কুলর রোড হইতে মুজাপুর ষ্ট্রীট, মুজাপুর ষ্ট্রীট হইতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়া সঙ্কীর্ত্তনের দল ব্রহ্মমন্দিরের নিকট সমুপস্থিত হয়। তথায় আনন্দ উৎসাহ এবং প্রমত্ততায় কতকক্ষণ কীর্ত্তন হইয়া পরিশেষে মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং নিম্নলিখিত উপদেশ দেন।

সংগ্রামের বাদ্য বাজিল। স্বর্গে সংগ্রামের বাদ্য বাজিল শ্রবণ কর। স্বর্গীয়েরাই যোদ্ধা। পৃথিবীতে কি যোদ্ধা আছে? পৃথিবীতে বীরত্ব কৈ? স্বর্গীয়েরাই তেজঃপুঞ্জ। যোদ্ধৃবংশ নৃত্য কর, ধার্ম্মিক দল, নিদ্রা আলস্য ঝাড়িয়া ফেল। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে চান না, শোক ভরে তাঁহার মন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়, ধনুর্ব্বাণ স্খলিত হয়, তিনি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহার সারথি, তাঁহার নেতা তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য সদুপদেশ দেন। গীতাতে যুদ্ধের প্রবৃত্তির বিষয় বর্ণিত। শান্তিপ্রিয় হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা যুদ্ধে মনকে উত্তেজিত করিতেছে। কে বলিল স্বর্গে যুদ্ধ নাই, হুঙ্কার নাই? কে বলিল দেবতারা আরাম করেন? কে বলিল স্বর্গীয়েরা দ্বন্দ্ব করিবার প্রকৃতি ত্যাগ করিয়াছেন? এই কথা যাহারা বলে তাহারা মিথ্যা বলে। যুদ্ধ ধ্বনিতে যুদ্ধের সিংহরবে স্বর্গ প্রতিধ্বনিত। সেই হুঙ্কার যখন সংসারে অবতীর্ণ হয় তখন ধার্ম্মিকের দল, মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করেন। তখন পৃথিবীতে ধর্ম্মের সাগর উথলিত হয়, উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। চারিদিকে ব্রহ্মনামের তুরী ভেরী বাজিয়া উঠে। যুদ্ধের হুঙ্কারে সমরযোটক সকল যুদ্ধ ক্ষেত্রের এক দিক্ হইতে অন্য দিকে ধাবিত হয় এবং রণবাদ্যে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কে বলে স্বর্গীয়েরা ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া যুদ্ধ করেন না? তাঁহাদিগের দৃষ্টি শান্ত, বাক্য শান্ত, ব্যবহার কোমল; কিন্তু তাঁহাদিগের চরিত্র এমনি অগ্নিময় দৃষ্টান্ত, এমনি শাণিত অস্ত্র, জীবন এমনি তেজঃপুঞ্জ, যে তাঁহাদিগকে দেখিয়া চারি দিকের লোক মাতিয়া উঠে। স্বর্গের যুদ্ধ পৃথিবীতে আরম্ভ হইলে আর কি রক্ষা আছে? যে ব্রাহ্ম যোদ্ধা নয় সে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাক্। ব্রাহ্মসমাজ তাহাকে চান না। যে ভীরু আপনার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় ভোজন করিবে, আর স্ত্রী পুত্রকে চর্ব্বণ করিবে, তাহাদিগের অস্থি মাংস অপবিত্র করিবে সেই ব্রাহ্মকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ কি করিবে? এই যে চারিদিকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, অভক্তির মহাপাতক সকল হইতেছে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা যদি এ সকল পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না কর তবে পৃথিবীর কি গতি হইবে? এই যে ধর্ম্মের প্রতি পৃথিবীর ভয়ানক ভ্রূকুটি এবং ঘোরতর আক্রমণ, এই যে বিদ্বান্, সভ্য, বন্ধু বান্ধব, জাতি কুটুম্ব সকলেই ধর্ম্মের বিপক্ষ হইল, এ সকল দেখিয়া কি তোমরা রণ ক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবে? যাহারা এই যুদ্ধে প্রাণ দান করিবেন তাঁহারা ধন্য তাঁহারা পুষ্পরথে স্বর্গে চলিয়া যাইবেন। যাঁহারা সত্যের নিশান হাতে লইয়া, ধর্ম্মের নিশান হাতে লইয়া অনেক জাতিকে জয় করিয়াছেন, অনেক অবিশ্বাসীকে করতলস্থ করিয়াছেন তাঁহারা সামান্য লোক নহেন। স্বর্গের বল ভিন্ন মনুষ্য কি কখনও এসকল ব্যাপার করিতে পারে? হে ব্রাহ্ম, তোমরাও স্বর্গের বল, পরলোকের বলে বলী হইয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিবে। পরলোকগতদিগকে যে তোমরা ভাল বাসিয়াছ তাঁহারা

কি তোমাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন? তোমরা যে তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ, প্রাণ সখা বলিয়া ভাল বাসিয়াছ, যথা সময়ে তোমরা ইহার ফল পাইবেই পাইবে। তাঁহারা যে নাম কীর্ত্তন করিতেন, তোমরাও সেই নাম গান করিতেছ, তাঁহারা যেমন ধ্যানে মগ্ন হইয়া যোগানন্দরস পান করিতেন তোমরাও সেই রূপ ধ্যান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাঁহারা যেমন বৈরাগ্য ব্রত, এবং ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ভবজ্বালা হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন তোমরাও সেই রূপ শুদ্ধচিত্ত এবং নির্ব্বিকার হইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছ, তোমাদের এসকল চেষ্টা কদাচ নিষ্ফল হইতে পারে না। তোমরা যাঁহাদিগকে এত ভাল বাস তাঁহারা কৃতঘ্ন দুরাত্মা নহেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই তোমাদের সহায় হইয়া রাহয়াছেন। যখন বাহিরের সকলেই তোমাদের প্রতিকূল, তোমরা ধনহীন হইয়া কত কষ্ট পাও, এবং তোমাদের বন্ধু বান্ধবও তোমাদের শত্রু হয়, তখন ঐ পরলোক গত স্বর্গীয়েরা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। যখন ঘোর পরীক্ষার সময় দীনবন্ধু, দীনবন্ধু বলিয়া তোমরা চীৎকার কর তখন দীনবন্ধু কি তোমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে পারেন? স্বর্গ কি লৌহনির্ম্মিত, স্বর্গ কি পাষণ্ড, যে যাহারা স্বর্গের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি স্বর্গ নির্দ্দয় থাকিবেন? তোমরা কেন মনে করিতেছে তোমাদের কেহ নাই? ঐ যে স্বর্গের দেবাত্মারা তোমাদিগের বন্ধু, তোমাদিগের পরম সহায়। তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া তোমরা যত বিন্দু প্রেমাশ্রু এবং ভক্তির অশ্রু নিক্ষেপ করিয়াছ সে সমুদয় স্বর্গে সঞ্চিত রহিয়াছে। তাঁহারা স্বর্গে ভ্রাতৃভাবের রাজ সভা করিয়া বসিয়া আছেন। সেই রাজসভা হইতে তাঁহারা তোমাদিগকে দেখিলেন, তোমাদের মনের সাধ বুঝিলেন। প্রেম রাজ্য রচনা করিবার জন্য তোমরা জন কত লোক প্রস্তুত ইহা স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছেন। শত্রুরা আসিয়া বারম্বার ঐ প্রেমরাজ্য ভাঙ্গিতেছে, আর তোমরা উহা গড়িবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছ, স্বর্গ ইহা জানিতেছেন। তোমাদের এই তত্ত্ব অধ্যাত্ম তাড়িত যোগে সপ্ত স্বর্গ, সহস্র স্বর্গ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পবিত্রাত্মাগণ বলিলেন, সাজ সমরে। পবিত্রাত্মারা পবিত্র নর নারীর মনের ভাব বুঝিলেন। বিশ্বাসের শাস্ত্র হাতে লইয়া, যুদ্ধ সজ্জা করিয়া স্বর্গ হইতে এক এক জন বীর পুরুষ নামিয়া আসিলেন। কেহ ধৈর্য্য, কেহ ক্ষমা, কেহ প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কেহ অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, কেহ বৈরাগ্যের বিভূতিতে সজ্জিত হইয়া কেহ ক্ষমার শাস্ত্র বলিতে বলিতে পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন, ব্রাহ্মগণ, তোমাদের উৎসবের অগ্রের রাত্রে আমরা তোমাদের হৃদয় দ্বার আঘাত করিতেছি, তোমরা উৎসবের অন্ন আমাদের সঙ্গে বিভাগ করিয়া খাও। আমাদের আনন্দ শান্তি তোমাদের হউক! আমরা তোমাদের দ্বারপাল হইয়া দাঁড়াইলাম। এই দ্বারে অমুক ধর্ম্মবীর ঐ দ্বারে অমুক ধর্ম্মবীর, তোমাদের প্রহরী হইলেন। যাঁহারা ব্রহ্ম তেজে মহা তেজস্বী সেই আত্মাসকল তোমাদের রক্ষক হইলেন। এক এক জন এক একটি জ্বলন্ত আলোকের ন্যায় শান্তি খড়্গ হস্তে লইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সকলেরই মুখে সেই নিরাকার পরম পুরুষের মহা জ্যোতিঃ প্রতিভাত, যিনি সেনাপতিদিগের সেনাপতি, যিনি পাপের বিরুদ্ধে ঘোরতম তুমুল সংগ্রাম করিতেছেন। এক দিকে ঈশ্বরের সৈন্যগণ, অন্য দিকে অবিশ্বাস, অভক্তি। ঈশ্বরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে রক্তপাত হয় না, সেখানে প্রেমপাত হয়, এবং শান্তিনদী বহিয়া যায়। স্বর্গ তোমাদের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। স্বর্গের মহাত্মাগণ আমাদের সঙ্গে অন্ন জল ভোগ করিতে প্রস্তুত। ইহাই স্বর্গরাজ্য, ইহাই ব্রাহ্মপরিবার, ইহাই মনুষ্য আত্মার সম্মিলন! এই সম্মিলনে মিলিত যাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হন তাঁহারা। এই মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৈন্য দলে প্রবেশ করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদিগকে বধ করে কাহার সাধ্য? যাহারা তাঁহাদিগকে বধ করিতে আসে তাহারাই পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই দল ভুক্ত হইয়া যায়। স্বর্গীয়েরা আমাদের মন্দিরের প্রহরী হইলেন তবে আমাদের আনন্দের অবধি নাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে আমরা উৎসব করিব, তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা স্বর্গের অন্ন জল ভোগ করিব। জয় ব্রহ্মের জয় হউক! তিনি পাপকে দমন করুন। আমরা তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করিয়া জীবনকে ধন্য করি।

১৪ মাঘ রবিবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মমণ্ডলীতে পূর্ণ হইলে সঙ্গীত আরম্ভ হয়। উৎসবের প্রারম্ভ হইতে সকলের মুখে আশ্চর্য্য প্রফুল্লভাব বিরাজ করিতেছিল। আচার্য্য মহাশয় বেদীতে আসীন হইয়া সকলকে অতি সুমধুর বচনাবলীতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। সকলের উদ্বুদ্ধ হৃদয় আরাধনা ধ্যান ধারণায় একান্ত নিমগ্ন হইল। তাঁহার আনন্দোৎফুল্ল মুখ হইতে যে উপদেশটি সকলের কর্ণে নিপতিত হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

কোন একটি প্রাচীন পুরাণে কথিত আছে যে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ সৃজন করিলেন, অবশেষে সেই পুরুষের ভিতর হইতে অস্থি লইয়া স্ত্রীরচনা করিলেন। ঈশ্বরের

হস্তে সর্ব্বাগ্রে পুরুষ সৃষ্ট হইল, তৎপরে নারী। পুরুষ হইতে নারী উৎপন্ন হইল, নারীর পরে পুরুষ নহে। এই আখ্যায়িকা চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল ইহার ভিতরে কোন নিগূঢ় অর্থ থাকিবে। ভাবুকের হৃদয় সকল স্থান হইতেই সত্য উদ্ভাবন করিবার জন্য ব্যস্ত। এই আখ্যায়িকা গভীর জ্ঞানগর্ভ, ইহাতে পরিত্রাণতত্ত্ব পাওয়া যায়। পুরুষপ্রকৃতির ভিতর হইতে স্ত্রীপ্রকৃতি প্রস্ফুটিত হইল। কথিত প্রাচীন পুরাণে এই আকারে এই সত্য কেন লিখিত হইল? মনুষ্যের সমস্ত প্রকৃতি, পুরুষপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতি এই দুই বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মনুষ্য যখন প্রথম সাধন আরম্ভ করে তখন তাহার পুরুষপ্রকৃতি। মূল প্রথমে বৃক্ষ পরে, ক্ষুদ্র শিশু আগে, যুবা পরে। ধ্যান যোগ এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর পুরুষপ্রকৃতিকে সৃজন করিয়াছেন। মনুষ্য এই পুরুষ প্রকৃতির উত্তেজনায় পৃথিবীতে যত প্রকার সত্য আছে সমুদয় আয়ত্ত এবং সাধন করিয়া জগতে জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত হন, তিনি নীতিতত্ত্ব অধ্যয়ন এবং নানা প্রকার বিজ্ঞানানুশীলন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন, এবং গভীর ধ্যানযোগে মগ্ন হইয়া যোগী, ঋষি, মুনি হইতে থাকেন। ঋষিপ্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি। উৎসাহী যুবা ধার্ম্মিক হইয়া সংসারের মধ্যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা পুরুষপ্রকৃতির কার্য্য। বৃহদ্ ব্রতধারী ব্রহ্মচারী সাধু হইয়া সংসারে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা পুরুষের ধর্ম্ম। এই পুরুষপ্রকৃতিসাধন ধর্ম্মশাস্ত্রের এক পরিচ্ছেদ; কিন্তু এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের শেষ হইল না। স্বর্গে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ; নরপ্রকৃতি সেখানে যাইতে পারে না। যদি বল তবে পুরুষ কি কখনও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না? কি করিবে? তোমার আমার হাতে শাস্ত্র নহে। তোমার আমার বিচারনিষ্পত্তি ঈশ্বরের বিচারনিষ্পত্তি নহে। ঈশ্বর আমাদিগের বুদ্ধির পরামর্শ না শুনিয়া তাঁহার নিজের মনের মত ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়াছেন। পুরুষ স্ত্রী না হইলে ঈশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, স্বর্গের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই নূতন পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। যখন ঈশ্বর দেখিলেন যে মনুষ্যের পুরুষপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার জ্ঞান, উৎসাহ, উদ্যম, পূর্ণাবস্থা ধারণ করিয়াছে, তখন মনুষ্যের প্রথমাবস্থাসম্পর্কে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে ইহার পরেই মনুষ্যের দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ স্ত্রীপ্রকৃতিসাধন আরম্ভ হয়। এমন সময় ছিল যখন সেই মনুষ্য কেবল পুরুষ ছিল, যখন তাহার মধ্যে নারী ছিল না, কিন্তু এমন সময় আসিতেছে যখন সে পুরুষ থাকিবে না কেবল নারী হইবে, এমন সময় আসিতেছে যখন ধর্ম্মরাজ্যের পুরুষেরা বালিকা, যুবতী এবং প্রাচীনা হইবে। নারীপ্রকৃতি ভিন্ন কঠোর প্রকৃতি পুরুষেরা কখনও উৎসবের রাজ্য অধিকার করিতে পারিবে না। একবার পুরুষ প্রকৃতি অনুসারে মহাউৎসাহ এবং উন্মত্ততার সহিত হরিনাম গান করিলাম, আবার নারী প্রকৃতি লইয়া হরিনাম আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের পুরুষপ্রকৃতির সাধনই পূর্ণ হয় নাই। কৈ ভাই, তোমার পুরুষের ধৈর্য্য অধ্যবসায়, উদ্যম উৎসাহ কৈ? এই তোমার বিশ্বাস, ক্ষণকাল পর তোমার সংশয় অবিশ্বাস, এই তোমার জগতের প্রতি প্রেম, পরক্ষণে তোমার শুষ্কতা। কাপুরুষ তুমি, সাধু পুরুষ তুমি নহ, এখনও তোমার বিশ্বাস প্রেম, উৎসাহ দুর্ব্বল। পুরুষ, যখন সামান্য বিঘ্ন দর্শনে তোমার চক্ষের জ্যোতি ম্লান হয় তখন তুমি পুরুষ কিরূপে? যাহার পুরুষত্ব আছে তাহার মন হইতে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সমস্ত রিপু পলায়ন করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র, তোমার হুঙ্কারে সকল পাপ পলায়ন করিবে। ব্রহ্মপুত্রের বেগের নিকট কোন বাধা তিষ্ঠিতে পারে না। ব্রহ্মপুত্র, তোমার ধর্ম্মজীবন প্রবল তরঙ্গ, সেই তরঙ্গের আঘাতে পাপ জঞ্জাল থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে কয়জন এইরূপ ব্রহ্মপুত্রের নাম পাইয়াছেন? মন যাহাদের দুর্ব্বল, চক্ষু যাহাদের নিকৃষ্ট এবং অপবিত্র, হস্তপদে যাহাদের বল নাই তাহারা কি ব্রহ্মপুত্র অথবা সাধুপুরুষ উপাধির যোগ্য? তাহারা পুরুষ নহে যাহারা দুর্ব্বল এবং নিরুৎসাহ। যখন দেখিতেছি তুমি একটি কার্য্যের ভার লইয়া ছয় মাসেও তাহা নির্ব্বাহ করিতে পার না তখন তোমাকে পুরুষ বলিতে পারি না। যেমন ছোট সিংহ বৃহৎ সিংহের আকার ধারণ করে, যথার্থ পুরুষও কার্য্যের সময় সেইরূপ বৃহৎ সিংহের ন্যায় বল প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মদিগের মনে যত দিন নিরুৎসাহ, নিরাশা থাকিবে তত দিন ব্রাহ্মসমাজে পুরুষ নাই মনে করিতে হইবে। যাহার পদভরে ভূমিকম্প হয় না সে পুরুষ নহে। আমি পুরুষ তাঁহাকে বলি যাঁহার হুঙ্কারে পাপ ভস্মীভূত হয়। তিনি একবার হুঙ্কার করিয়া বলিলেন;—রে পাপ, রে অধর্ম্ম, দূর হও, আর পাপ তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। বহুকালের অভ্যস্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না—পুরুষ হইয়া কদাচ এ সকল নিরাশার কথা মুখে আনিও না। তুমি কার পুত্র, হে ব্রাহ্ম, তাহা কি জান না? পুরুষ কি কাহাকেও ভয় করে? ব্রহ্মপুত্রের নিকটে কোথাকার বিঘ্ন? ব্রাহ্ম, তুমি কি না বলিলে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে করিতে তোমার মন অবসন্ন হইয়াছে, তুমি পুরুষতত্ত্ব জান না; ঘর্ষণে, পরিশ্রমে মনের বল বৃদ্ধি হয়। পুরুষ কখনও পরিশ্রমে পরাঙমুখ হন না। যদি ব্রাহ্মসমাজে দুই শত পুরুষ, দুইশত ব্রহ্মপুত্র দণ্ডায়মান হন তবে কি আর এত অধর্ম্ম এত পাপ থাকিতে পারে। ব্রহ্মপুত্রের নিকটে, যথার্থ পুরুষের নিকটে কি ষড়রিপু তিষ্ঠিতে পারে? ষড়রিপু

কি, ষাট রিপু একত্র হইলেও যথার্থ পুরুষের একটি চুলও ক্ষয় করিতে পারে না। ঈশ্বরের দক্ষিণ বাহু হইতে পুরুষের উৎপত্তি। যিনি পুরুষকে বুদ্ধি, জ্ঞান, এবং তেজ দিয়াছেন তিনি পুরুষের পুরুষ পরম পুরুষ মহাপুরুষ। তোমরা তাঁহার বল অন্তরে অনুভব কর, তাহা হইলে প্রকৃত পুরুষত্ব কি বুঝিতে পারিবে। যদি প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় আজ সকালে বলিতে পার আমি ঈশ্বরকে দেখিলাম, যদি সহস্র সহস্র লোক তোমার এই কথার প্রতিবাদ করে, তুমি বলিবে, " কি, আমি পুরুষ হইয়া, আমি ঈশ্বরের পুত্র হইয়া, ঈশ্বরকে যে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ইহা অস্বীকার করিব?" ব্রাহ্ম, তুমি একবার ব্রহ্মপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সোণা রূপা হীরা মাণিক, ঐহিক সুখ সম্পদকে বলিলে আমি তোমাদিগকে ছাড়িলাম, আর আমি তোমাদের প্রত্যাশায় ব্রহ্মধনকে অবহেলা করিব না, একবার বৈরাগী হইয়া আবার কি তুমি সংসারে প্রবেশ করিবে? একবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সাংসারিক ভোগ লালসাকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া আবার পুরুষ হইয়া কোন্ মুখে ডুব দিয়া তোমার দুটী খসা পয়সা তুলিয়া লইবে? পুরুষের কথার অন্যথা হয় না। যদি এক বার ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিয়া থাক এই আমি বৈরাগী হইলাম, আর কখনও সংসারী হইব না, যদি পুরুষোত্তম হও সেই কথা পালন করিতেই হইবে। পুরুষের নাম মহা পরাক্রান্ত উৎসাহী বীর। পুরুষের পদভরে মেদিনী কাঁপে। একটি পুরুষ যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা লইয়া আপনার কার্য্য সম্পন্ন করেন তখন মেদিনী ভারাক্রান্ত হইয়া বলেন পুরুষ বটে; আর পুরুষত্ববিহীন লক্ষ লক্ষ লোক যদি পৃথিবীর উপরে বসে, তাহাদিগের ভার পৃথিবী বুঝিতেও পারেন না; যেমন গাভীর শৃঙ্গে মশা বসিলে, গাভী তাহা টের পায় না। অতএব ভাই, পুরুষ হও; ব্রহ্ম এক পুরুষ। তাঁহার তেজ হইতে পুরুষের উৎপত্তি। যখন ব্রহ্ম আপনার মুখে বলিলেন পুরুষ হউক, তখন পুরুষের জন্ম হইল। ব্রহ্ম মুখের কথা হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল। তেজ হইতে পুরুষের জন্ম, অতএব সকল প্রকার আলস্য, জঘন্যতা, এবং নির্জীব ও নিস্তেজ ভাব পরিহার করিয়া ঈশ্বরের তেজের দিকে তাকাও। তেজস্বী ঋষিদিগের কথা শুনিয়াছ; তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে পাপ ভস্ম হইয়া যাইত। ব্রহ্ম পুত্র, তেজের পুত্র তুমি, তুমি কেবল সেই তেজোময়ের কাছে আপনার আসনে বসিয়া থাক, তাহা হইলে দেখিবে এক একটি করিয়া পাপ আপনি পলায়ন করিতেছে। ব্রাহ্ম, তুমি তেজোময় হও। যখন তুমি পুরুষের পূর্ণ তেজ লাভ করিবে, তখন স্বর্গরাজ্যে তোমার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইবে, তখন তুমি ঈশ্বরের মুখে নূতন আদেশ শুনিবে। তুমি বৃহদ্ব্রতধারী তেজস্বী পুরুষ হইয়া ব্রহ্ম সন্নিধানে উপস্থিত হইলে; ব্রহ্ম বলিলেন এখানে তোমার প্রবেশাধিকার নাই। নারী জাতিতে গিয়া তুমি নব জন্ম গ্রহণ কর। পুরুষের এই নারী জাতিতে জন্ম গ্রহণ করাই স্বর্গ রাজ্যের পুনর্জন্ম। প্রথমে নরপ্রকৃতি, পরে নারীপ্রকৃতি। নরপ্রকৃতির ভিতর হইতে তেজের সহিত বলপূর্ব্বক এক নূতন প্রকৃতি বাহির হইল। তাহাই যথার্থ প্রকৃতি, অকৃত্রিম প্রকৃতি, অর্থাৎ নারীপ্রকৃতি। নরপ্রকৃতির ভিতরে বালক খেলা করিতেছিল এখন দেখি বালিকা খেলা করিতেছে। নরের খেলা নরের মত, নারীর খেলা নারীর মত। বাস্তবিক বালিকারই ভাল খেলার ঘর আছে, তাহার খেলার ঘরে কত রকমের ছোট ছোট পুতুল আছে, মানুষ আছে, ছোট ছোট বিছানা আছে, ছোট ছোট আকারে নানা প্রকার সামগ্রী আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে পুরুষপ্রকৃতির ভিতর হইতেই ব্রহ্মকন্যার জন্ম হইল। নূতন পুরাণ আরম্ভ হইল। নারী পুরাণ। এই পুরাণ বেদ উপনিষদ হইতেও উত্তম। শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত নারীচরিত্র। অতি সুললিত স্বর্গের ভাষায় নারীপ্রকৃতি লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মকন্যার জন্ম হইল, কোমল চক্ষু, কোমল হস্ত, কোমল ভাব, যেন ঈশ্বরের বাগানে একটি গোলাপ ফুল ফুটিতেছে। প্রকৃত হিন্দু জানেন নর হইতে নারী শ্রেষ্ঠ। নারীরূপ মনোহর, নারীর কোমলতায় সকলের মনোরঞ্জন হয়। ছোট বালিকা, তোমার রূপ দেখিয়া মনে হয় তুমি আমাদের দেশের লোক নহ। আমাদের এই দেশ কঠোর প্রকৃতি খোট্টাদিগের দেশ। আমাদিগের এই দুরন্ত দেশে তুমি আসিলে কেন? তোমাকে যিনি রচনা করিয়াছেন তিনি কি জানিতেন না যে আমাদের দেশে তোমার মনের মত উপকরণ নাই। এই দেশ একটী প্রকাণ্ড মরু ভূমি, এখানে পদ্ম ফুল ফুটে না, চন্দন নাই, জল নাই, আরবদিগের দেশ, এখানে সেই সুধা নাই, যাহা পান না করিলে তুমি বাঁচিতে পার না। বাছা, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলিয়া যাও, এখানে তোমার থাকিবার স্থান নাই। বাস্তবিক ব্রহ্মকন্যার স্থান এখানে নাই। দুর্জ্জন দেশে, দস্যুদিগের নিকট থাকিলে তাঁহার কষ্ট হয়। এই কন্যাটীর নাম কি জান? ভক্তি। প্রত্যেক কন্যা দেবকন্যা। দেবকন্যার প্রকৃতি স্বর্গের প্রকৃতি, পুরুষের প্রকৃতি হইতে তাঁহার স্বভাব স্বতন্ত্র। পরের দুঃখে ইহাঁর মহা দুঃখ হয়; কিন্তু ইনি ইহাঁর নিজের দুঃখের ভিতরে এমনি শান্ত ভাবে বসিয়া থাকেন যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। ইহাঁর চরিত্র দেখিলে ভাবিলে চক্ষে জল আসে। আমরাও সময়ে সময়ে গরিবকে পয়সা দিয়া থাকি; কিন্তু এই ব্রহ্মকন্যা যখন এ কটি গরিবকে একটি পয়সা দেন তাহার দুঃখ ভাবিয়া আগে আধ ঘণ্টা কাঁদেন। গরিবকে গরিব বলিয়া ডাকেন

না, ডাকিতে পারেন না, কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুমধুর ভাবে কথা বলিয়া তাহার দুঃখ মোচন করেন। আমরা পরের জন্য কি নিজের সম্বন্ধে একটু দুঃখ সহ্য করিতে পারি না; কিন্তু ব্রহ্মকন্যার কোমল প্রাণ সহস্র একাদশীর কষ্ট সহ্য করে। রৌদ্র বৃষ্টি নারীকে অবসন্ন করিতে পারে না। নারীর হৃদয়ে যদি যথার্থ ধর্ম্ম স্থান পান, নারী সহস্র বিপদে পড়িলেও সেই ধর্ম্মকে আর ছাড়িতে পারেন না। ভয়ানক দুঃখের তরঙ্গেও নারীর বিশ্বাস টলমল করে না। নারীর কি সুন্দর ধর্ম্মভাব!! তিনি এমনি স্থানে তাঁহার বিশ্বাসকে রাখিয়াছেন যে সেখানে কোন শত্রু যাইতে পারে না। তিনি বলেন আমার প্রাণের ঠাকুর ইষ্ট দেবতাকে কেহ চুরী করিয়া লইয়া গেলে আমি বাঁচিব না। যাক্ এ সকল কথা। আসল কথা এখনও বলা হয় নাই। পুরুষ প্রকৃতির ভিতর হইতে যে নারীর জন্ম হইল তাহার যে বিবাহ হইবে। বালিকার বয়স হইল, স্বামীকে চিনিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল, চেষ্টা হইল। ঘটক আসিল, সম্বন্ধ স্থির হইল, চারি দিকে আনন্দ ধ্বনি, বংশীধ্বনি এবং সুমধুর সঙ্গীতের লহরী উঠিল। ব্রহ্মকন্যার বিবাহ হইবে। পাত্র কোথায়? পাত্র কে? যথা সময়ে ঘটক আসিয়া ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্মকন্যার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। ধর্ম্মের রূপ গুণের কথা শুনিয়া বিবাহের জন্য উপযুক্ত হইয়াছেন যে ব্রহ্ম কন্যা তাঁহার এক গুণ কান্তি শত গুণ বৃদ্ধি হইল। আমার পিতা মাতার কাছে বসিয়া ধর্ম্মকে বিবাহ করিতে পারিব এই বলিয়া ব্রহ্ম কন্যা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। যেমন বর তেমন পাত্রী, যেমন পাত্র তেমন কন্যা! ধর্ম্মের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হইবে ইহা মনে করিয়া পিতা মাতারই বা কত আহ্লাদ! শুভ ক্ষণ আসিল, ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্ম কন্যার বিবাহ হইল। আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইল, স্বর্গের দেবতারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মূল কথা, বিবাহের মূল মন্ত্র পতিব্রতা হওয়া। যেখানে ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্ম কন্যার বিবাহ হয় সেই দেশে পাপ ব্যভিচার আসিতে পারে না। এই শ্রদ্ধেয়া প্রতিব্রতা ব্রহ্ম কন্যা কেবল পতি, পতি, পতি, বলিয়া ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। ব্রহ্ম কন্যা ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। পতিব্রতা অন্যের পানে তাকান না, অন্যের বাড়ী যান না। তাঁহার দৃষ্টি পতির দিকে সর্ব্বদা স্থির রহিয়াছে। সতীত্ব তাঁহার চক্ষুর অঞ্জন। সতী বলেন ধর্ম্ম ভিন্ন আমার জন্ম বৃথা, ধর্ম্ম ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারি না। নূতন বিবাহ হইয়াছে, ধর্ম্মপতির পূজা করিবার জন্য ব্রহ্মকন্যা সংসারে নানা বিধ আয়োজন করিলেন। সতী স্ত্রী প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার হৃদয় উদ্যানের সরোবরে স্নান করিলেন। তুমি যখন উঠ নাই, আমি যখন উঠি নাই ব্রহ্মকন্যা তখন উঠিয়াছেন। সতীর সাধন লুক্কায়িত। তোমার আমার সমক্ষে তিনি কিছু প্রকাশ করেন না। গোপনে অন্ধকার মধ্যে তিনি পুষ্প চয়ন করেন। প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সেই ধর্ম্মের পতিব্রতা নারী, সেই ঈশ্বরের কন্যাটী তাঁহার পিতার রচিত হৃদয় উদ্যান হইতে ভাল ভাল ফুল গুলি আহরণ করিলেন। প্রেমের ফুল গুলি হাতে লইয়া সুন্দর মালা গাঁথিলেন, পরে ভক্তি চন্দন লইয়া হাসিতে হাসিতে পুণ্যের আসন পাতিয়া দিয়া ধর্ম্মপতিকে বলিলেন, প্রভু, প্রাণ সিংহাসনে বস, পরে তাঁহার গলায় পুষ্পহার, এবং কপালে চন্দন দিয়া পতিপূজা আরম্ভ করিলেন। প্রাণপতিকে সতী বলিলেন, প্রাণেশ্বর, প্রাণারাম, আমার আর কিছু নাই, আমার এই হৃদয়, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি। আমি ইহকাল, চিরকাল তোমার সেবা করিব, তোমার পূজা করিব। ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া বলিলেন; "তাহাই হউক, তথাস্তু, তোমার কোমল হৃদয় সহস্র গুণ কোমল হউক, তোমার হৃদয়ে পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি হউক! শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

আমি কি ছবির কথা বলিতেছি? যথার্থ নারী প্রকৃতি আমি দেখি নাই। দেখি নাই বা বলিব কেন? হৃদয়ের এক পার্শ্বে দেখিয়াছি। নারীপ্রকৃতির এই আদর্শ। ঐ ব্রহ্মকন্যা প্রত্যুষে উঠিয়া পতিপূজা করিতেছেন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন। ব্রহ্মকন্যা নিতান্ত কোমলপ্রকৃতি, তিনি বলেন, আমার মস্তকে বুদ্ধি চাপিয়া দিও না, বুদ্ধি এবং কুটিল শাস্ত্রের ভার আমি বহন করিতে পারি না। আমার মনে বুদ্ধি একটু বিদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে রক্ত পড়ে। আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছি বটে; কিন্তু তোমরা আমাকে চেন নাই; যাহারা কঠোর ব্যবহার করে তাহাদিগের নিকটে আমি থাকিতে পারি না, বিধাতা আমাকে অতি কোমল সামগ্রী দিয়া রচনা করিয়াছেন, আমি কঠোর প্রকৃতি সহ্য করিতে পারি না। এমন কি জ্ঞানের সহিত যে পূজা সেই পূজায় যোগ দিতেও আমার প্রাণেশ্বর আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। ভক্তির সহিত যে উপাসনা তাহাতেই কেবল আমি যোগ দিতে পারি। ভাই, পুরুষ প্রকৃতি সাধন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে এখন নারী হও। পুরুষ নারী হইবে ইহা উপহাসের কথা। পৃথিবীর লোক বলিবে পুরুষ কি কখনও নারী হয়? না হইলে এই কথা হইল কেন? ব্রহ্মপুত্র, তুমি ব্রহ্মকন্যা হইবে কবে? পতিধন পুরুষ কিরূপে বুঝিবে নারী না হইলে। নারী না হইলে সতীত্ব ধর্ম্ম কিরূপে জানিবে? সতী যেমন আপনার স্বামীকে ভাল বাসে কবে সেইরূপ অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমরা ভাল বাসিব?

স্বর্গের নারীপ্রকৃতি এবং হরিভক্ত অভিন্ন। ঈশ্বরের স্বর্গ-রাজ্যে, প্রেমরাজ্যে, ভক্তিরাজ্যে একটিও পুরুষ নাই, যাই সেখানে পুরুষ প্রবেশ করিল তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোক হইয়া গেল। কবে স্ত্রীজাতির সঙ্গে, হরি কন্যাদিগের সঙ্গে, সম্মিলিত হইয়া আমরা হরি পাদপদ্ম পূজা করিব? স্বর্গের ভক্তগণ, হরিকন্যাগণ, তোমরা প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিনাম গুণ গান কর। ব্রহ্মকন্যা, তুমি তোমার অবিভক্ত প্রেম এবং অচলা ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ভক্ত এবং সুখী কর। এখন হরিকন্যার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে কেহই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভক্তির ধর্ম্ম না হইলে এই জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? স্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া দাও, হে হরি, হে জননী, তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতরে লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অন্তঃপুরে রাখ। এই উৎসবে এই সার কথা। নারী প্রকৃতি পাইয়া যিনি নারীর নারী প্রধানা নারী জগজ্জননী তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই সুখে খেলা করিব। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু আমাদিগের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন! শান্তিঃ।

মধ্যাহ্ন সময়ের উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক বিশ্বাস বিবৃতির "শক্তি" ও "অদ্বিতীয়ত্ব" নামক তুইটি অধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক "দরবেশগণের যোগ ও প্রেম" পঠিত হয়। ধ্যান ও প্রার্থনানন্তর সঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে সকলের চিত্ত প্রমত্ত হইলে তদবস্থায় শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় সকলকে সম্বোধন করিয়া ক্রন্দনের রোল মধ্যে এইরূপ বলিলেন।

সমাগত বন্ধুগণ, হরি নামের ধ্বনিতে আজ এই মন্দির পূর্ণ হইল। এখানে যে নামের লহরী উঠিল স্বর্গে তাহা প্রতিধ্বনিত হইল। আবার স্বর্গে যে নামের অমৃত, যে নামের সুধানদী বহিতেছে, এখানেও সেই আনন্দ স্রোত দেখা দিল। ভাই, বন্ধু, তোমরা সকলে এই আনন্দ রস পান কর। দূরে থাকিয়া কেবল দয়াল নাম শ্রবণ করিলে চলিবে না; কিন্তু ঐ নাম সুধারসে ডুবিতে হইবে। নানামতে এই ব্রহ্মনামধ্বনি উঠিয়াছে, ব্রাহ্মগণ তোমরা এই নামে মত্ত হও। যদি তোমরা কঠিন পাথর না হও, যদি তোমরা জড় না হও, যদি তোমাদিগের অন্তরে কোমল প্রাণ থাকে, তবে এই নামরসে তোমরা অভিষিক্ত হও। যদি তোমাদের মনে শান্তি পাইবার বাসনা থাকে তবে এই নামে সুখী হও; এই নামসাধনের পথ অবলম্বন কর; দীনবন্ধুর নামসুধা পান কর। এই কলিযুগে আর পুরাতন কঠোর শুষ্ক তপস্যার পন্থা নাই। এখন হরি নামেই জীবের পরিত্রাণ হয়, নামরসে মত্ত হইলেই জীবের সুখ হয়। চারি দিকে ভারি দুঃখের আগুন জ্বলিতেছে, বঙ্গদেশ গেল, ভারতবর্ষ দুঃখের অনলে জ্বলিয়া যায়, এই সময় প্রাণের হরি বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁহার নাম সুধা প্রেরণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ, এই সুধা তোমরা পান কর, এই নাম তোমরা অবহেলা করিও না। ওহে ভাই সকল, গলায় বস্ত্র দিয়া কি তোমাদের পায়ে পড়িব? কিরূপে তোমাদিগের নিকটে মনের ব্যাকুলতা জানাইব জানি না। বড় সুখের সময় আসিয়াছে। জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য হরি বড় আনন্দের ব্যাপার করিতেছেন। তোমরা পড়া শুনা কর, সংসারের কাজ কর্ম্ম কর, ইহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে হরি নাম এবং হরির পদসেবা করিতে হইবে। তোমরা স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু সকলের সেবা করিবে, কেবল হরিকেই কি তোমাদের ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিবে? তোমরা কি মনে কর হরি এক দিন তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া এখন দূরে চলিয়া গিয়াছেন? হরির প্রাণ অত্যন্ত কোমল, হরি কখনও তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। হরি জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য যুগে যুগে যাহা করিয়াছেন তোমাদিগের জন্যও তাহাই করিতেছেন। বঙ্গবাসিগণ, তোমরা এমনি কি পাথর দিয়া বুক বাঁধিয়াছ যে তোমরা এমন হরিনাম রসে মজিবে না? কিন্তু হরির এমনি লীলা, হউক না কেন তোমাদের পাষাণ হৃদয় তাঁহার নাম রসে তাহা গলিয়া যাইবে। হরি স্বর্গ হইতে এমনি এক আনন্দপাত্র হাতে লইয়া আসিয়াছেন, যে ঐ আনন্দপাত্র হইতে যে এক বিন্দু পান করিতেছে সেই মাতিয়া যাইতেছে। এই যুবক দল খেপিবে। দয়াময় সাক্ষী হইয়া দেখিতেছেন তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার নামরসে মাতিয়া উঠিতেছে। ইহা মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়। বঙ্গদেশের কতকগুলি লোক কেন জাগিয়া উঠিল? কে ইহাদিগকে জাগাইলেন? কে ইহাদিগকে মাতাইলেন? সকলেই কেন মাতিতেছে? এই বৎসর সহজ বৎসর নয়। এক বৎসরের নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণার পর হরি আজ উৎসবের দিন আমাদিগকে আরাম দিতে আসিয়াছেন, আজ যে যত পার মনের আনন্দে ব্রহ্ম নাম সুধারস পান কর। বন্ধুগণ, এস আজ হরির বাগানে গিয়া প্রেম পুষ্প ভক্তি পুষ্প, তুলিয়া মালা গাঁথি এবং সেই মালা হরির গলায় এবং পরস্পরের গলায় দিই। এবার হরিকে এমনি করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিব যে আর কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িব না। হরিকে হারা ধন বলিয়া আর কাঁদিব না। বঙ্গদেশ হরিকে পাইয়া আনন্দ করিবে, সুখী হইবে। হরি-শূন্য হইয়া আমাদের প্রিয় বঙ্গদেশ কি কাঁদিতে

Regiestred No. 6

কাঁদিতে প্রাণত্যাগ করিবে? শুনিয়া প্রাণ কেমন করিতেছে; আমাদের প্রাণের হরি প্রেমের ভিখারী হইয়া প্রেম বিলাইতে আমাদের দেশে আসিয়াছেন, আমরা কোন্ প্রাণে তাঁহাকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া টানিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিব। ইচ্ছা হয় প্রাণের হরির চরণ জড়াইয়া ধরি। ও হরি, ভাল হরি, দয়াল হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, সুন্দর হরি, আমাদিগের প্রতি তোমার বড় অনুগ্রহ, তুমি আমাদিগকে এত ভাল বাস আমরা কি জানি? আমরা জানিতাম কে এক জন ঈশ্বর কোথায় গোপনে বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখা যায় না; কিন্তু হরি, তুমি করিলে কি? তুমি এই মলিন পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছ, শুদ্ধ তাহা নহে, তুমি আমাদের বাড়ীর বাসন মাজিতেছ, গৃহের সামান্য কার্য্য সকল পর্য্যন্ত স্বহস্তে করিতেছ। হরি, এ কি হইল? বিশ্বের বিধাতা স্বর্গের দেবতা হইয়া তুমি পাপীর গৃহে দাসত্ব করিতেছ। হরি, কেন ঋণ বাড়াও? মরণ কালে কি বলিব! ঋণের উপর সুদ বাড়িতেছে। একে পয়সা কড়ি [illegible] তার উপরে আবার তোমার এ সকল ঋণ। আমাদের কি হইবে? অনাথ নাথ, তুমি যে রকম প্রেম বিলাইতেছ, ইহাতে দেশ শুদ্ধ লোক তোমার প্রেমে পাগল হইয়া উঠিবে। পাপী তরাইতে তুমি যেমন চতুর এমন আর কেহ নাই। তুমি আমার যুবক ভাইদের সঙ্গে কথা কও। তুমি আমার ভগ্নীদিগের সঙ্গে কথা কও। ও হরি, এই দেশের কত কৃতবিদ্য লোক যে একবারও তোমার নাম করে না। হে হরি, হে দয়াময়, হে আমার বক্ষের ধন, একবার আমার কাছে এস। ও মা, কেবল আমাকে সুখী করিলে হইবে না, সকলকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও, সকলকে সুখী কর। সকলে আজ সুখের দৃশ্য দেখ, হরি আজ কত লোককে কাঁদাইতেছেন, হরির প্রেমে আজ কত লোক মাতিল। হরি, তুমি আমাদিগকে পাগল করিলে। আর তোমাকে যাইতে দিব না। আবার কি কাল সকালে তোমাকে বলিব, হরি যাও, যাও। গলায় বস্ত্র দিয়া বলিতেছি, আমাদের গলায় ভক্তিরজ্জু বাঁধিয়া আমাদিগকে টানিতে থাক। যে দিকে তুমি টানিয়া লইবে সেই দিকে যাইব। যখন তোমার ঘরে পৌঁছিয়াছি তখন নিশ্চয়ই সুখী হইব। করুণা সিন্ধু, তোমার প্রেম লীলার শেষ হয় না। তোমাকে ছাড়িব না। নাথ, তুমি আমাদিগকে অমর করিলে কেন? এই শতাব্দীতে তুমি দুঃখী অবিশ্বাসী নাস্তিক বঙ্গবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য এত প্রেম লীলা করিবে আমরা জানিতাম না। বলে দাও পিতা, আমরা মরিব না। আজ উৎসব মাঝে তোমাকে মনের কথা বলিয়া কত আহ্লাদ হইতেছে। যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি, ততক্ষণই লাভ। চোর যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকে ততক্ষণ তাহার কত রত্ন লাভ হয়। বৎসরের মধ্যে এই এক উৎসব মাঝে তোমার সঙ্গে বাস কি সামান্য লাভ? যাঁহারা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও হরি, তুমি বলিতেছ;—"তোরা কেন এই মাঘোৎসব দেখতে এলি? আয়, প্রাণের সন্তান গুলি, তোদের আজ প্রেম সুধা পান করাইয়া মাতাইব।" পিতা, এক বার কাছে দাঁড়াও, চির সুহৃদ, আমার বন্ধু, কাঙ্গালের বন্ধু, আমার নয়নের তারা, আমার গলার হার, আমার হীরকখণ্ড, আমার চিরকালের ধন, আমার আর কেহ নাই, আমার কেবল তুমি আছ, আমি আর কার কাছে কাঁদিব? তোমাকে দেখিয়া আমার মুখ কেমন উজ্জ্বল হইল। ছিলাম আমি অত্যন্ত কদাকার কাল, তোমার জ্যোতিতে সুন্দর হইলাম। পিতা, সমক্ষে দাঁড়াও, সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে পড়ি। [অবশিষ্ট আগামীতে]

সংবাদ।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন। ঢাকা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গাজিপুর, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রামপুরহাট, বর্দ্ধমান, সুলতান গাছা, চন্দন নগর, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, গৌরনগর, জঙ্গলবাড়ী, টাঙ্গাইল, কেদারপুর, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, আকনা, চুঁচড়া, সৈদপুর, বারুইপুর, ফরিদপুর, পাবনা।

এবার হইতে থিষ্টিক এসুরেন্সের পরিবর্ত্তে থিষ্টিক রিভিউ প্রকাশিত হইবে। ইহা ত্রৈমাসিক ধর্ম্মপত্রিকা। ইহার আয়তন আটপেজি দশ ফর্ম্মা, বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

আচার্য্য মহাশয়ের পীড়া ইত্যাদি কারণে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গতের কার্য্য স্থগিত ছিল, পুনর্ব্বার উভয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দীন নাথ মজুমদার বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গিয়াছেন।

বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের সুবোধ পত্রিকা আমাদের কোন কোন মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া ভদ্রনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের ভাষা এবং নিগূঢ় আধ্যাত্মিক মতের উপর লেখকের মতামত প্রকাশের অধিকার কত দূর জন্মিয়াছে লেখকের লেখাই তাহার প্রমাণ। নিজের অন্ধ সংস্কার পোষণের জন্য বিপক্ষের কোন প্রবন্ধের স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করা ন্যায়বিগর্হিত কর্ম্ম; যুক্তি বিচারের অভাব কটূক্তি বা নীচ অভিপ্রায় আরোপ দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। লেখকের ইহা জানা উচিত ছিল। তর্কীয় বিষয়ে আমরা যাহা যাহা লিখিয়াছি সে গুলি সমস্ত একত্র করিয়া এক জন নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন, আমরা মানুষকে মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করা দূরে থাকুক আমাদের অব্যবহিত লক্ষ্য ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তিত্ব ভিন্ন আমরা মানুষকে সহায় বলিয়াও গ্রহণ করি না। আমাদিগের নিকটে কোন বিধানও চরম বিধান নহে।

১ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেনের কন্যার মৃত্যু সংবাদে "মরণসংহরং" স্থলে "কৃমিনাশ" পাঠ করিতে হইবে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হাওয়ান মিরর যন্ত্রে ১লা ফাল্গুন শ্রীমুক্তমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।